NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ অবসর নিলেও ভারতীয় দলের হোয়াট্‌সঅ্যাপ গ্রুপে রয়েছেন সুনীল
দুই অধিনায়কের ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে স্কটল্যান্ডও ৮

কলকাতা ৮ জুন ২০২৪ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.6.2024, Vol.17, Issue No. 356, 8 Pages, Price 3.00

হিন্দুত্বের আঁচ কমিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ্যে আসার পর ঝাঁঝের বদলে শরিকদের সঙ্গে নিয়ে অনেক নমনীয় মোদি। শুক্রবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে এনডিএ জোটের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনার পর তেমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সংসদের সেন্ট্রাল হলে দীর্ঘ ভাষণে অনেকটা সময় মোদি ব্যয় করলেন এনডিএ শরিকদের উদ্দেশ্যে।

গত ২ বার লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পর সংসদে প্রথম ভাষণে যে ঝাঁঝ শোনা গিয়েছিল মোদির মুখে, তৃতীয়বারে তার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। বরং অনেক নমনীয় মোদি। শুধু তাই নয়, শুক্রবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে এনডিএর নেতা নির্বাচনের মঞ্চে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেখা গেল গেরুয়া রংয়ের অবলুপ্তি। অন্যান্যবার এই ধরনের সভায় যেখানে সংসদের অন্দর সজ্জায় গেরুয়া রং তো বটেই খোদ মোদির পোশাকেও দেখা যেত গেরুয়া বাহার। এবার তার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর দীর্ঘ ভাষণে একটি বারের জন্যও রামের নাম নিলেন না মোদি। বরং এবার তাঁর মুখে শোনা গেল জগন্নাথের নাম। ওড়িশার জনগণের বিপুল সমর্থনের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে মোদির বার্তা, আগামী ২৫ বছরে তাঁর সরকার গড়ে তুলবে সোনার ওড়িশা। রামহীন মোদির এই ভাষণ আসলে ফৈজাবাদে হারের 'হতাশা' হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। হিন্দুত্ববাদী বার্তা তো দূর, তৃতীয় মোদি সরকারের মুখে এবার সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা। নিজের ভাষণে মোদি বললেন, 'আমরা খ্রিষ্টান অধ্যুষিত গোয়াতে আছি, মেঘালয়, অরুণাচল এমনকী আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতেও রয়েছি।'

একইসঙ্গে অতীতের 'আমিত্ব' এবার পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে দেখা গিয়েছে নরেন্দ্র মোদিকে। গত ১০ বছরে যেখানে একটি বারের জন্য জোটের কথা শোনা যায়নি মোদির মুখে। সেই মোদি এবার নীতীশ কুমার ও চন্দ্রবাবু নাইডুকে পাশে নিয়ে এনডিএ জোট তথা শরিক দলগুলির ঐক্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তিনি বলেন, 'অন্যান্য জোট পাঁচ বছরের জন্য হয়। কিন্তু আমাদের জোট ৩০ বছরের। ৩ বার আমরা সরকার চালিয়েছি। চতুর্থবারে পা রাখছি। এনডিএ শুধু কয়েকটি দলের জোট নয়, এটা দেশের প্রতি দায়বদ্ধ মতবাদের সমুহ। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক জোট। ২০২৪-এর জনাদেশে স্পষ্ট, এই দেশ শুধুই এনডিএ'র উপর ভরসা রাখে।' আরও বলেন, 'পূর্ববর্তী সরকারে এনডিএ জোটের সফলতা দেখেই, মানুষ আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন। এনডিএ-র সব সরকারই সুশাসনের নজির রেখেছে। গত ১০ বছরে গরিব কল্যাণের নজির মানুষ শুধু দেখেছে তাই নয়, একই সঙ্গে অনুভবও করেছে।'

তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করতে দেখা গেল না নরেন্দ্র মোদিকে। যে বাংলায় ভোটের পর একাধিক জায়গা থেকে হিংসার অভিযোগ তুলেছে সুকান্ত-শুভেন্দুরা। সেই বাংলা নিয়ে এবার মোদির নীরবতায় কিছুটা আশাহত বঙ্গের গেরুয়া শিবির। উগ্র হিন্দুত্ব ছেড়ে নরেন্দ্র মোদির নরম পন্থা ও সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার বার্তা প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলের দাবি, আসনে এর আগে এককভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মোদি এবার সঙ্গীদের সমর্থনে সরকারে বসছেন। ফলে সেখানে উগ্র হিন্দুত্ব বিপাকে ফেলতে পারে শরিকদলগুলিকে। সামনেই বিহার-সহ একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন সেখানে হিন্দুত্বের ছোঁয়া বয়ে আনতে পারে বিপদ। তাই শরিকি চাপে সে আঁচ অনেকটাই কমিয়ে আনতে দেখা গেল মোদিকে।

মঙ্গলবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ ভোট পর্বে প্রায় থমকে থাকা উন্নয়ন কর্মসূচিতে গতি সঞ্চার করতে উদ্যোগী হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচন শেষ হতেই আগামী ১১ জুন প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সভাঘরে ওই বৈঠকে রাজ্যের সব দপ্তরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, বিভাগীয় সচিব, ডিভিশনাল কমিশনার, যুগ্ম সচিব ও তার উপরের স্তরের সমস্ত আধিকারিক ও জেলাশাসকদের সশরীরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, প্রাথমিক ভাবে ওই বৈঠক ১২ তারিখ ডাকা হয়েছিল। কিন্তু ওইদিন জামাই ষষ্ঠী থাকার কারণে একদিন এগিয়ে আনা হয়েছে বৈঠক। এবার প্রায় আড়াই মাস ধরে চলেছে নির্বাচন প্রক্রিয়া। এর ফলে উন্নয়নের বহু কাজ আটকে রয়েছে। উন্নয়ন থমকে আছে। কী কী কাজ আটকে রয়েছে, কীভাবে তা আবার শুরু করা যায় তা নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা করবেন তিনি। এদিকে লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর বৃহস্পতিবারই আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার করে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ফলে প্রশাসনের রাশ ফিরেছে রাজ্য সরকারের হাতে। বিধির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন কমিশনের নেওয়া সিদ্ধান্তের আর কোনও গুরুত্বও থাকছে না। ফলে প্রশাসনিক কিছু রদবদলের সম্ভাবনাও থাকছে। নির্বাচন চলাকালীন রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গার পুলিশ সুপার,

আইসি, ওসি-দের বদল করা হয়েছিল। কাউকে ভোটের কাজ থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়েছিল। কমিশনের এসব সিদ্ধান্ত নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা দূর অস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আসার দিনক্ষণ এখনও জানায়নি হাওয়া অফিস, কিন্তু তার মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গের অন্তত তিন জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ওই তিন জেলা বাদে দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস। বর্ষা আসতে এখনও দেরি। তার আগে আরও এক দফা গরমে পুড়তে হতে পারে বঙ্গবাসী। গত কয়েক দিন ধরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় আর্দ্রতাজনিত গরম এবং অস্বস্তি চলছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হলেও গরম থেকে নিস্তার মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে হাওয়া অফিস জানিয়ে দিল, আগামী কয়েক দিনেও পরিস্থিতি বদলের কোনও আশা নেই। উল্টে, আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

এনডিএ-র বৈঠক শেষে আদবানি, জোশীর বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ মোদির

দেখা করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দের সঙ্গেও

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: পুরনো সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে এনডিএ-র বৈঠকের পরেই দুই প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি এবং মুরলীমনোহর জোশীর বাড়িতে যান নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবারই এনডিএ-র বৈঠকে জোটের সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন মোদি। ওই বৈঠকের পরেই প্রথম আদবানি, পরে জোশীর বাড়িতে যান তিনি। শেষে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের বাড়িতে যান তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চলা মোদি। তিন জনের হাতেই পুষ্পস্তবক দিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানান মোদি। প্রতিনমস্কার করেন আদবানি, জোশী, কোবিন্দও।

চলতি বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ভারতরত্ন দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে আদবানিকে। রাষ্ট্রপতি এবং মোদি নিজে এই প্রবীণ নেতার বাড়িতে গিয়ে স্মারক এবং মানপত্র তুলে দেন। দেশের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী এবং সবচেয়ে বেশি দিন বিজেপি সভাপতির পদে থাকা আদবানির জন্মদিনেও তাঁর বাড়িতে গিয়েছেন মোদি। বিজেপির অন্দরের অনেকেই মনে করেন, আদবানি মোদির রাজনৈতিক গুরু। গুজরাত হিংসার সময় মুখ্যমন্ত্রী মোদির ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী-সহ বিজেপির অন্য শীর্ষনেতারা। কিন্তু শোনা যায়, সেই সময় মোদির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আদবানি।

অন্যদিকে, দীর্ঘ দিনের জনশ্রুতি হল, একদা রামজন্মভূমি আন্দোলনের অন্যতম মুখ জোশীর সঙ্গে মোদির সম্পর্ক খুব একটা 'স্বাভাবিক' নয়। গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনেও ডাক পাননি আদবানি, জোশীরা। যদিও রামমন্দির ট্রাস্টের তরফে সেই সময় জানানো হয়েছিল, তাঁদের বয়স বিবেচনা করেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে না আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, যা দু'জনেই মেনে নিয়েছেন।

এনডিএ বৈঠকে শরিকদের মুখে মোদির জয়গান

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: শুক্রবার দুপুরে এনডিএ-র বৈঠকে শরিকদের দিয়ে মোদির জয়গাথা গাওয়ালো বিজেপি। বক্তাদের তালিকায় শরিকি ঐক্যের ছবি তুলে ধরতে গিয়ে ব্যক্তি মোদির বদলে এনডিএ-র 'মাহাত্ম্য' প্রচারও দেখতে পাওয়া যায়। যা দেখে বিরোধীদের একাংশের মতে এ হল 'সবকা সাথ, মোদিকা বিকাশ'। অর্থাৎ নিজেকে আরও বেশি প্রচারের আলোয় আনার জন্যই শরিকদের শরণাপন্ন হয়েছেন মোদি।

বাস্তবিকই এনডিএ-র একের পর এক শরিক দলের নেতা মোদির প্রশস্তি গাইলেন। এনডিএ তো বটেই, বিজেপির অন্দরেও যে নেতার সঙ্গে মোদির সম্পর্ক 'মসৃণ' নয় বলেই শাসক শিবিরের সকলে জানেন, তাঁকেও বক্তৃতা দেওয়ানো হল। মোদির 'সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা' তুলে ধরতেই পুরনো সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলের ওই বৈঠকে বিজেপি এবং সহযোগী দলগুলির লোকসভা সাংসদদের পাশাপাশি 'আমন্ত্রিত' তালিকায় ছিলেন রাজ্যসভা সাংসদেরাও। আমন্ত্রিত ছিলেন বিজেপি এবং এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। একেবারে সামনের সারিতে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

শুধু তাই নয়, উনিশের ৩০৩, চব্বিশে ২৪০-এ নেমে আসায় 'আমিত্ব'ও কমেছে অনেকখানি। সংসদের সেন্ট্রাল হলে দীর্ঘ ভাষণে অনেকটা সময় মোদি ব্যয় করলেন এনডিএ শরিকদের উদ্দেশে। গত ২ বার লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পর সংসদে প্রথম ভাষণে যে ঝাঁঝ শোনা গিয়েছিল মোদির মুখে, তৃতীয়বারে তার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। বরং অনেক নমনীয় মোদি। কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের আক্রমণ শানালেও তাদের মুসলিমদের তোষণের অভিযোগ নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। বরং আরও বেশি সতর্কভাবে জানালেন, কংগ্রেস বিদেশের মাটিতে দেশের অপমান করছে। এছাড়া দেশ চালাতে সর্বমতের কথা কার্যত প্রথমবার শোনা গেল 'হবু' প্রধানমন্ত্রীর মুখে। তিনি জানালেন, 'সরকার চালাতে প্রয়োজন হয় বহুমতের। দেশ চালাতে প্রয়োজন সর্বমতের।' অর্থাৎ শক্তি খোয়ানোর পর মোদি সরকারের তৃতীয় মন্ত্রিসভায় যে সর্বমতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে সেটা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদি।

তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না- পেলেও মোদির প্রতি 'বিশ্বাস' যে সকলের অটুট, তা তুলে ধরতে ওই বৈঠক সরাসরি (লাইভ) সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল খবরের চ্যানেলে। যা হয়ে থাকে সংসদের অধিবেশন চলার সময় বা সংসদ শুরুর আগে যৌথ অধিবেশনের ক্ষেত্রে। এনডিএ বা অন্য কোনও জোটের বৈঠক এ ভাবে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা স্মরণকালের মধ্যে হয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞেরা মনে করতে পারছেন না।

বৈঠকের প্রথমে বিজেপির সভাপতি জেপি নাড্ডা দলের সংসদীয় নেতা হিসাবে মোদির নির্বাচিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এর পরে রাজনাথ সিং এনডিএ-র সংসদীয় নেতা হিসাবে মোদির নাম প্রস্তাব করেন। গত কয়েক বছরে বিজেপির 'নম্বর টু' হয়ে ওঠা অমিত শাহের বদলে রাজনাথকে এই ভূমিকায় দেখতে পাওয়া 'চমক' তো বটেই। কারণ, প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হলেও সরকার এবং বিজেপির অন্দরে রাজনাথ খানিকটা নীরবেই থাকেন। তৃতীয় বক্তা শাহের পরেই নিতিন গডকড়ির আগমন! প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে আরএসএস ঘনিষ্ঠ নেতা গডকড়ির সম্পর্ক 'মসৃণ' নয়।

১৬ জন লোকসভা সাংসদের দল টিডিপির প্রধান চন্দ্রবাবু নায়ডু এবং ১২ লোকসভা সাংসদের দল জেডিইউ-এর সভাপতি নীতীশ কুমারকে পিছনে ফেলে এনডিএ-র অ-বিজেপি নেতাদের মধ্যে প্রথম বক্তা হিসাবে শুক্রের বৈঠকে দেখা গেল জেডিএসের এইচডি কুমারস্বামীকেও। নাইডু এবং নীতীশের পরে শিবসেনার একনাথ শিন্ডে, এনসিপির অজিত পাওয়ার, এলজেপি (রামবিলাস)-এর চিরাগ পাসোয়ান, হিন্দুস্থান আওয়াম মোর্চা (হাম) সভাপতি জিতনরাম মাঝিঁ, আপনা দল (এস) নেত্রা অনুপ্রিয়া প্যাটেল, জনসেনা পার্টির পবন কল্যাণের মতো সহযোগী নেতারাও বক্তার তালিকায় ছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত শুনিয়েছে রামবিলাস পাসোয়ানের পুত্র চিরাগকে। মোদির স্তুতি হয়ে যাওয়ার পরে সটান গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। বুকে জড়িয়েও ধরেন মোদিকে।

ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। শুক্রবার সকালে শিয়ালদহ মেইন শাখায় টিটাগড় ও খড়দহ স্টেশনের মাঝে ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে যান মহম্মদ আলি হাসান আনসারি নামে এক যুবক। ২২ বছরের আলিকে বিএন বসু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবক টিটাগড় ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরানিবাজার এলাকার বাসিন্দা।

শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশনের ৫টি প্ল্যাটফর্ম বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে রেলের তরফে। শিয়ালদহের বদলে কিছু ট্রেন চলছে দমদম থেকে। এছাড়া প্রায় ১০০-র কাছাকাছি লোকাল ট্রেন বাতিল হয়েছে। ফলে যেসব ট্রেন চলছে, সেগুলিতে প্রবল ভিড়। আর সেই ভিড়ের চাপেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানাচ্ছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গেটের কাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলেন ওই যুবক। আপ লাইনের ট্রেনটি যখন স্টেশনে ঢুকছে, তখনই পড়ে যান তিনি। এরপরই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি। এদিকে এই যুবকের মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে বিএন বোস হাসপাতালের বিরুদ্ধে। তাঁর পরিবার ও প্রতিবেশীদের অভিযোগ চিকিৎসা হয়নি বলেই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদির

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: তৃতীয়বার সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক দাবি জানাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে আবেদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার বিকেলে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য জানান তিনি। এক দশকের প্রধানমন্ত্রিত্বে মোদি কখনও সাংবাদিক বৈঠক করেননি। শুক্রবার নিজের বক্তব্য জানালেও প্রশ্নোত্তর পর্বের মুখোমুখি হননি।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মোদি বলেন, 'এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, গত দু'দফায় (তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের) উন্নয়নের যে গতি বজায় ছিল, তৃতীয় দফার পাঁচ বছরেও তা থাকবে।' এর পরে তিনি বলেন, 'মাননীয় রাষ্ট্রপতি আমাকে ডেকেছিলেন। সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি, ৯ তারিখ (রবিবার) বিকেলে শপথগ্রহণ হলে ভাল হয়। তার মধ্যেই মন্ত্রীদের তালিকা আমি রাষ্ট্রপতিকে পাঠিয়ে দেব।'

সংসদের সেন্ট্রাল হলে আয়োজিত বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএ-র সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরে প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা দলের 'মার্গদর্শকমণ্ডলী'র সদস্য লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলী মনোহর জোশী এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎপর্ব সেরে রাইসিনা হিলে রাষ্ট্রপতি ভবনে যান মোদি। বিজেপি সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতির কাছে এনডিএ-র মোট ২১ জন নেতার সমর্থনপত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতি কাছে গিয়ে সরকার গড়ার দাবি জানান তিনি।

এনডিএ-র বিরুদ্ধে বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় মোদি

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: এনডিএর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা স্বয়ং নরেন্দ্র মোদির মনে! জোটের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরে নিজের প্রথম বার্তাতেই সেই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করলেন মোদি। দলের সাংসদদের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তাও দিয়েছেন তিনি। সরাসরি ইন্ডিয়া জোটের নাম নিয়ে মোদি বলেন, ওরা তো ভুয়ো খবর ছড়ানোয় ডবল পিএইচডি করে ফেলেছে। লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। গত দুবারের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল বলে সেভাবে শরিকদের উপর নির্ভর করতে হয়নি গেরুয়া শিবিরকে। কিন্তু এবার 'নির্ভরশীল' মোদির কাছে দাবিদাওয়ার লম্বা তালিকা পেশ করছে শরিক দলগুলো। এহেন পরিস্থিতিতে সংসদের সেন্ট্রাল হলে দাঁড়িয়ে শরিক সাংসদদের সতর্ক করলেন মোদি। এনডিএ নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি বলেন, 'এখন অনেকে এসে আপনাদের ক্যাবিনেট মন্ত্রিত্ব দেওয়ার কথা বলবে। এখন তো প্রযুক্তি এমন উন্নত হয়েছে যে আমার সই করা নথিপত্রও আপনাদের দেখাতে পারে।'এই ভাষণেই ইন্ডিয়া জোটকেও একহাত নিয়ে মোদি বলেন, 'ভোটের সময় ভুয়ো খবর ছড়ানোর ব্যাপারে তো নিখুঁত হয়ে উঠেছে ইন্ডিয়া জোট।

বাংলাদেশের সাংসদ-খুনে নেপাল থেকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিমের খুনের ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত সিয়ামকে কাঠমান্ডুতে গ্রেপ্তার করেছে নেপাল পুলিশ। তাঁর গ্রেপ্তারির কথা আগেই স্বীকার করেছিল ঢাকার গোয়েন্দা বিভাগ। এ বার কাঠমান্ডু থেকে সিয়ামকে কলকাতায় আনার তোড়জোড় শুরু করেছে এ রাজ্যের সিআইডি।

বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুলের দেহ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর দেহ খুঁজতে ভারতীয় নৌবাহিনীরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ভাঙড়ের বাগজোলা খালে আনোয়ারুলের দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে সন্দেহ সিআইডি-র। সেই কারণেই একাধিক বার ওই খালে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছেন রাজ্যের গোয়েন্দারা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৪৬৪ নং এফিডেভিট বলে Kalyan Manna S/o. Shakti Manna ও Kalyan Kumar Manna S/o. Shakti Manna সাং ২৩, তাঁতিপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৫০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sudip Nopti ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sudhanya Nopti ও S. Nopti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪২২ নং এফিডেভিট বলে Mosaraph Hosen Sekh S/o. Majaphar Sekh ও Sekh Mosaraph Hosen S/o. Sekh Majaphar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫১ নং এফিডেভিট বলে Asish Das S/o. Mantu Das ও Ashis Das S/o. M. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪২১ নং এফিডেভিট বলে Rabiul Hak S/o. Abdul Majit Molla ও Rabiul Haque S/o. M. Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮১৬ নং এফিডেভিট বলে Ashok Koley S/o. Gosta Behari Koley ও Ashoke Kr. Koley S/o. Late G. Koley সাং সাহাপুর, তারকেশ্বর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮৩০ নং এফিডেভিট বলে Rudal Jadab S/o. Pujan Jadab ও Rudal Yadav S/o. S. Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে Bijay Das S/o. Mohan Lal Das ও Bijoy Das S/o. M. L. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Goutam Kumar Raha, S/o. Lt. Rabindra Nath Raha, সাং- পূর্ব বাদকুল্লা, নদীয়া, পঃবঃ। আমার পুত্রের কিছু নথীতে আমার নাম ভুলবশতঃ Goutam Raha আছে। ৪-৬-২৪ কৃষ্ণনগর নোটারী পাবলিকের এফিডেভিটে Goutam Kumar Raha ও Goutam Raha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি অদ্রিজা পাল, পিতা- অনিরুদ্ধ পাল, ঠিকানা-২এ কমলা অ্যাপার্টমেন্ট, গোপালবাগ, তেমাথা, চন্দননগর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১৩৬, চন্দননগর ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট নং. ২১১৮ তাং ২০-০৪-২০২৪ বলে স্টার্ক পাল হইলাম। অদ্রিজা পাল ও স্টার্ক পাল এক এ অভিন্ন ব্যক্তি। অদ্রিজা পাল ও স্টার্ক পাল উভয় নামই প্রযোজ্য।

NAME CHANGE

I, Sinchita Mallik W/O Diganta Mallik residing at 29/B, Ratan Sarkar Garden Street, Kolkata-700007 shall henceforth be known as Sinchita Sen as declared before 1st Class Metropolitan Magistrate at Calcutta vide affidavit no. 670 dated 05.06.2024. Sinchita Mallik and Sinchita Sen both are same and identical person.

In the Court of Ld. District Judge, Paschim Medinipur

Ref:- J Misc Case No. 14/2023
Gopal Hazra
=VS= Mousumi Hazra
.......Opposite Parties
NOTICE

This is for information to all concerned that the petitioner Sri Gopal Hazra Son of Lt. Pasupati Hazra of Vill.- Dotal, P.O- Shyamchandpur P.S.- Aandapur, Dist.- Paschim Medinipur, West Bengal has filed the above noted case vide J.Misc Case no. 14/2023 which is pending before the Ld. District Judge, Paschim Medinipur with a prayer for visitation rights and custody of his minor grandson Arpan Hazra S/O Lt. Sanjoy Hazra against the above named opposite party, Mousumi Hazra, W/O Lt. Sanjoy Hazra A/P C/O Ajit Kander of Vill.- Patharghati, P.O- Agra, P.S.- Garhbeta, Dist.- Paschim Medinipur, West Bengal under section 25 of the Guardians and Wards Act, If any person has any objection then he/she may appear in person or through his/her lawyer on or before 15.07.24 or else the matter shall be heard and necessary order may be passed.

14/05/24
By Order
Bibhas Mondal Sheristadar,
District Judge's Court, Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

আমি অক্ষয় ঘোষ, পিতা- তাঁরাপদ ঘোষ, সাং- চিত্তরঞ্জন কলোনী, নবদ্বীপ, নদীয়া। ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজা মধ্যে এল. আর. ১৯৪৬ নং দাগের, ২৯২৪৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ২৭ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ১৫/১২/২৩ তারিখে A. D. S. R. নবদ্বীপ অফিস হইতে ৩৮৪৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে প্রাপ্ত হইয়া ইং ০৯/০২/২৪ তারিখে ৪২৯ নং বিক্রয় কোবালা দলিল বলে ৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। যাহা দলিল গ্রহীতা আগামী দিনে নাম পত্তন করিবে। ইহাতে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে B. L. & L. R. O. নবদ্বীপ অফিসে যোগাযোগ করিবেন। নতুবা আইন অনুসারে কার্য্য সম্পাদন হইবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৮ ই জুন। ২৫ শে জ্যৈষ্ঠ । শনি বার । দ্বীতিয় তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টত্তরি চন্দ্রর বিংশত্তরি রাহু র। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ বাঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি। যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

বাংলাদেশ সাংসদ খুনের ঘটনায় নেপালে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিমের খুনের ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত সিয়ামকে কাঠমান্ডুতে গ্রেফতার করল নেপাল পুলিশ। তাঁর গ্রেফতারির কথা আগেই স্বীকার করেছিল ঢাকার গোয়েন্দা বিভাগ। এ বার কাঠমান্ডু থেকে সিয়ামকে কলকাতায় আনার তোড়জোড় শুরু করেছে এ রাজ্যের সিআইডি।

এদিকে বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুলের দেহ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর দেহ খুঁজতে ভারতীয় নৌবাহিনীরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ভাঙড়ের বাগজোলা খালে আনোয়ারুলের দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে সন্দেহ রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের আধিকারিকদের। সেই কারণেই একাধিক বার ওই খালে তল্লাশি অভিযান চালিয়েওছেন রাজ্যের গোয়েন্দারা।

অভিযোগ, বাংলাদেশের ঝিনাইদহের সাংসদকে খুনের পর দেহ টুকরো করা হয়েছে। তার পর তা লোপাট করা হয়। তদন্তকারীদের অনুমান, বাগজোলা খালে ফেলা হতে পারে টুকরো। এই অনুমানের ভিত্তিতে এর আগে আনোয়ারুলের দেহাংশের খোঁজে সাতুলিয়া ও কৃষ্ণমাটি এলাকায় বাগজোলা খালে তল্লাশি চালিয়েছিল সিআইডি-র বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। সাংসদ খুনের ঘটনায় ধৃত জিহাদ হাওলাদার ওরফে জুবেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিআইডি অফিসারেরা সেই তথ্য জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও এখনও আনোয়ারুলের দেহাংশের খোঁজ পায়নি সিআইডি।

এদিকে, এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের খুঁজতে নেপালেও পাড়ি দিয়েছিল রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের দল। সেখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা। এই খুনের মামলার অন্যতম অভিযুক্ত, বাংলাদেশি নাগরিক সিয়ামকে পাকড়াও করতেও ভারত-নেপাল সীমান্তের নানা এলাকায় সিআইডি-র বিশেষ তদন্তকারী দল খোঁজখবরও চালিয়েছিল।

সিআইডি সূত্রের খবর, এই খুনের মামলার মূল অভিযুক্ত আখতারুজ্জামান ওরফে শাহিনের খোঁজ চলছে। অনুমান, শাহিন কলকাতা থেকে নেপাল হয়ে আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছেন। তিনি আমেরিকারই বাসিন্দা। তাই তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য আমেরিকার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগও শুরু করা হয়েছে। সেই শাহিনেরই অন্যতম প্রধান সহযোগী সিয়াম, কসাই জিহাদকে নিয়ে কয়েক মাস ধরে চিনার পার্কে ফ্ল্যাটেই ছিলেন। এই ফ্ল্যাটটি ছিল শাহিনের নামেই। ২০১৮ সালে এই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন শাহিন। সাংসদ-খুনের পরিকল্পনা কার্যকর করার বিভিন্ন ধাপে সিয়ামের কার্যকর ভূমিকা ছিল বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশের গোয়েন্দা বিভাগও সিয়ামকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। বাংলাদেশের ঢাকা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান হারুন অর রশিদ আগেই বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে নেপালে চিঠি পাঠিয়ে সিয়ামের অবস্থান বিষয়ে ওদের জানিয়েছেন।'

দিলীপ ঘোষের সুরেই সুর মেলালেন লকেট

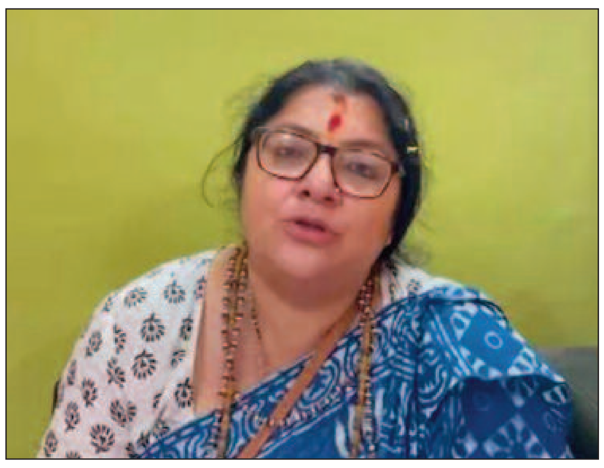

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারস্থ হুগলির পরাজিত বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। বাংলায় শোচনীয় ফলাফলে দিলীপ ঘোষের সুরেই সুর মেলালেন লকেট। বিজেপি নেত্রীর বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে অনেক সমর্থন পেয়েছি। হারের কারণ কী, তা জানানো প্রয়োজন। নেতাদের চুপ করে থেকে আগে কর্মীদের কথা শোনা উচিত। তাঁরাই আসল কারণটা বলতে পারবেন।'

হারের কারণ কী লকেটকে প্রশ্ন করা হলে, লকেটের সাফ মন্তব্য, 'মানুষের থেকে অনেক ভালবাসা পেয়েছি।' তবে কী কার্যত অন্তর্ঘাতের তত্ত্বকেই উসকে দিতে চাইলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়? হুগলির মানুষের কাছে লকেটের বার্তা, 'হুগলির সঙ্গেই অগামী দিন থাকবেন তিনি। অন্যদিকে, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে জেতা আসন থেকে সরিয়ে অন্য আসনে প্রার্থী করা হয়েছিল, সেই আসনে হেরে যেতে হয় তাঁকে। ভোটের ফল প্রকাশের দু'দিন পরে 'কাঠিবাজি'র অভিযোগ তোলেন তিনি। এবার মুখ খুললেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। রাজ্য বিজেপির অন্দরে ক্রমশ অসন্তোষ বাড়ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

বিমান-সায়ন্তিকা সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বরানগর উপনির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর আজ বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। শপথ গ্রহণের বিষয় অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। অভিনেত্রী সঙ্গে ছিলেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন 'স্পিকার স্যার আমাকে বহুবার বিধানসভায় আসতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি আসিনি। কারণ, বাঁকুড়ায় হারার পর ঠিক করেছিলাম, যেদিন অধিকার অর্জন করব, সেদিন বিধানসভায় ঢুকব। ৩ বছর লেগে গেল। অনেক লড়াইয়ের পর জয় পেলাম।' তবে এবারের লড়াইটা বেশ কঠিন ছিল বলেই জানিয়েছেন সায়ন্তিকা। দিনভর সাপলুডোর মতো কখনও এগিয়েছেন, কখনও পিছিয়ে গিয়েছেন। দিনের শেষে অবশ্য বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষকে ৮ হাজার ১৬৮ ভোটে পরাজিত করে শেষ হাসি হেসেছেন সায়ন্তিকা। অন্যদিকে একইদিনে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেন লোকসভা ভোটে বাঁকুড়া থেকে জয়ী তৃণমূল প্রর্থী অরুপ চক্রবর্তীও। তালডাংরার বিধায়ক ছিলেন অরূপ চক্রবর্তী। অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি জানান, শীঘ্রই বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেবেন।

মল্লিকার্জুন খড়্গের ডাকে সাড়া অধীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটে ইউসুফ পাঠানের কাছে শোচনীয় পরাজয়। হারের কারণ হিসেবে বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিকে কাঠগড়ায় তুলতে দেখা গিয়েছে। দীর্ঘ বছরের রাজনীতির জীবন কাটানোর পর ক্ষানিকটা মুসরে পড়তে দেখা যায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে। এরপর ভোটে হারার পর ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার মাঝেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের ডাকে সাড়া দিয়ে দিল্লি পাড়ি দিলেন অধীর।

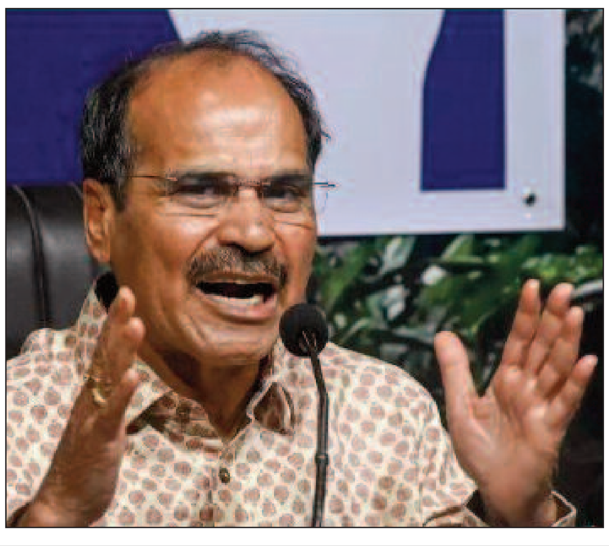

কংগ্রেসের বর্ধিত কার্যকরী কমিটির বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। যাওয়ার আগে হারের কারণ নিয়ে ফের আক্রমণ শানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

শনিবার দিল্লিতে বৈঠক হওয়ার কথা। শুক্রবারই বহরমপুর ছেড়ে দিল্লি রওনা দেন অধীর। তাঁর সম্পর্কে কখনও খবর আসছে বনিবনা হচ্ছে না কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের, কখনও অধীর দলবদল করতে চলেছেন বলে খবর ভাসছে। আবার রাজনীতিকে পাকাপাকি ভাবে বিদায় জানানোর জল্পনা ঘুরছে বাংলার রাজনীতিতে। দিল্লি রওনা হওয়ার আগে অধীর স্পষ্ট জানালেন, 'কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে কোনও দূরত্ব নেই তাঁর। মল্লিকার্জুন খড়্গে আমাকে ডেকেছেন। আমি শনিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছি। দিল্লির লোকেরা গুজব ছড়াচ্ছেন যে, আমি দল থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। তবে, দলের সর্বোচ্চ স্তরের নেতারা আমাকে ডেকেছেন।' একইসঙ্গে অধীরের অভিযোগ, মমতা কেবলমাত্র তাঁকে হারাতেই বহরমপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক জনকে প্রার্থী করেছেন। কারণ, বহরমপুর লোকসভায় বাস করেন ৬৬ শতাংশ সংখ্যালঘু মানুষ। অধীরের অভিযোগ, হিন্দু এবং মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের ভোটের ভাগাভাগিতেই হেরেছেন তিনি। অধীর এর সমস্তদায় তৃণমূলের উপর চাপিয়েছেন। হার স্বীকার করে ইউসুফ পাঠানকে আগামিদিনের জন্য শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে সৌজন্যের রাজনীতির নজির দেখিয়েছেন অধীর।

ফের কেন্দ্রের উপর চাপ বৃদ্ধির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন সরকার গঠনের পর্ব শেষ হলেই রাজ্যের বকেয়া নিয়ে ফের কেন্দ্রের উপরে চাপ বাড়াবে রাজ্য সরকার। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে বকেয়া টাকা চেয়ে কেন্দ্রের নতুন সরকারকে আবারও চিঠি দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ডাক্তারের আধিকারিকদের কাছে বকেয়া সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য তলব করেছেন। জানা গিয়েছে, রবিবার নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরেই পরের সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নতুন করে এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

এবার গত দুবারের তুলনায় অনেক কম শক্তি নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। অন্যদিকে রাজ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে শক্তি বেড়েছে তৃণমূলের। গোটা দেশেও বিপুল শক্তি সঞ্চয় করেছে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া। ফলে এখন রাজ্যের দাবি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আর অতটা সহজ হবে না বলে মনে করছেন রাজ্যের কর্তারা। তাই প্রথম থেকেই পূর্ণ শক্তিতে রাজ্যের দাবি আদায়ে ঝাঁপানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ার কাজ না হলে শীঘ্রই বড় মাপের আন্দোলন কর্মসূচি শুরু করার পরিকল্পনাও নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

কলকাতায় সিআইআই আয়োজিত কাস্টমস সম্পর্কিত একটি ইন্টারেক্টিভ সেশনে মদন মোহন সিং, চিফ কমিশনার কাস্টমস, কলকাতা এবং সঞ্জয় বুধিয়া, চেয়ারম্যান, সিআইআই ন্যাশনাল কমিটি অন এক্সিম, কো-চেয়ার, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড লজিস্টিকস কমিটি, বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট এবং এমডি প্যাটন।

জমি দুর্নীতি রুখতে ব্লক 'ব্লক চেন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিজিটাল তথ্য ভাণ্ডারে কারচুপি করে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি ঠেকাতে রাজ্য সরকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'ব্লক চেন' নামের ওই পদ্ধতি ব্যবহার করে জমি সংক্রান্ত যেকোনও দুর্নীতি রোখা যাবে বলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর সূত্রে জানা গেছে। জানা গিয়েছে, জমির চরিত্র বদল করার ক্ষেত্রে একাধিক ধাপ রয়েছে। ব্লক চেন পদ্ধতি ব্যবহার করলে একটি ধাপ বাদ দিয়ে পরের ধাপে যেতে গেলেই, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যাবে। একই সঙ্গে যারা নিয়ম ভাঙতে যাচ্ছিলেন সেই কর্মী-আধিকারিকেরাও চিহ্নিত হয়ে যাবেন। এর ফলে আইনের বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করা যাবে না। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে।

পাশাপাশি, বর্তমানে খাজনা জমা, মিউটেশনের আবেদন, জমির চরিত্র বদলের আবেদন-সহ একাধিক অনলাইন পরিষেবা ইতিমধ্যে চালু করেছে রাজ্য। তবে অনলাইনে আবেদন করতে দীর্ঘ সময় লাগার অভিযোগ উঠেছিল। তথ্য ভাণ্ডার প্রচণ্ড ভারী হওয়ার দরুন সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ধীর গতিতে এগোয়। এই সমস্যায় ইতি টানতে প্রত্যেকটি অনলাইন পরিষেবার জন্য পৃথক মডিউলগুলি নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে জমি সংক্রান্ত অনলাইন পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও গতি আসবে।

এই কাজের জন্য প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে। মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার ব্যবহার করে এই কাজ করা হচ্ছে।

অর্ধদিবস ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবারের মতো এবারও জামাই ষষ্ঠীর দিন অর্ধ দিবস ছুটি ঘোষণা করল রাজ্যে সরকার। আগামী বুধবার জামাই ষষ্ঠী। ওইদিন দুপুর ২টোর পর জরুরি পরিষেবা বাদে বন্ধ হবে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। সোমবার এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে অর্ধদিবস ছুটির ঘোষণা করে নবান্ন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য দফতরে এই ছুটির আওতায় পড়বে। তবে জরুরি পরিষেবা দফতরগুলি এই ছুটির আওতার পড়বে না।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৮ জুন ২০২৪ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শনিবার

শিয়ালদা মেন শাখায় বাতিল ৮৮টি লোকাল, দুর্ভোগে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের তরফ থেকে শিয়ালদা উত্তর শাখায় অর্থাৎ মেন লাইনে বাতিল করা হয়েছে ৮৮টি লোকাল ট্রেন। ১৪৭টি ট্রেনের যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ৪টি এক্সপ্রেস ট্রেনেরও রুট সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। রেলের প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজের জন্য আপাতত ৫টি প্ল্যাটফর্ম বন্ধ। শিয়ালদা স্টেশনের ৬,৭,৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ছে ট্রেনগুলি। প্রখর গরমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত দুর্ভোগে যাত্রীরা। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশনের ৫টি প্ল্যাটফর্ম বন্ধ থাকবে। ১২ কামরার ট্রেন চালানোর জন্য প্ল্যাটফর্মগুলি মেরামতিতে নজর দিয়েছে পূর্ব রেল। তাই কাজের জন্য ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি বাতিল করা

হয়েছে একাধিক ট্রেনও। এর জেরেই চরম দুর্ভোগের শিকার যাত্রীরা।

শুক্রবারের এই ঘটনায় নিত্যযাত্রীরা জানান, ভোর ৬টা ৪৫ মিনিট থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সাড়ে সাতটার পরও ট্রেন আসেনি। ট্রেনের রুট পরিবর্তন বা প্ল্যাটফর্ম বন্ধ থাকার বিষয়ে তারা জানতেন না। একাধিক ট্রেন বাতিলের জন্য অফিসযাত্রীরা ক্ষোভ উগরে দেন।

এদিকে পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যেহেতু যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই সময়সূচিতেও পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেন লেটে চলবে। শিয়ালদহ মেইন শাখা থেকে যে ট্রেনগুলি ছাড়ার কথা ছিল, তা দমদম জংশন থেকে ছাড়ছে। ডানকুনি, নৌহাটি, গেঁদে লোকালের মতো ট্রেনগুলি শিয়ালদহের বদলে দমদম জংশন থেকে ছাড়ছে। অন্যদিকে, দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়ছে হাসনাবাদ লোকালের মতো ট্রেন। যাত্রীরা যারা শিয়ালদহ স্টেশনে এসেছেন তাঁদের আবার দমদম যেতে হচ্ছে ট্রেন ধরার জন্য।

যাত্রী ভোগান্তি কমাতে উদ্যোগী রাজ্য, চালানো হবে অতিরিক্ত বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদা স্টেশনের মেন লাইনে কাজ চলছে প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের। তার জেরে বিঘ্নিত হবে রেল পরিষেবা। পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই কাজের জন্য তিন দিন বন্ধ রাখা হচ্ছে ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম। বহু ট্রেনের যাত্রাবিরতি হচ্ছে শিয়ালদার আগেই। যার জেরে যাত্রীদের ভোগান্তির আশঙ্কা। এমনই এক প্রেক্ষিতে যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে রাজ্য সরকার অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিল।

পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, নন-এসি বাস চালানো হবে শুক্রবার সকাল ছ'টা থেকে। চলবে রবিবার পর্যন্ত। ব্যারাকপুর থেকে ডানলপ এবং দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে বেলগাছিয়া মেট্রো পর্যন্ত দু'টি রুটে সাতটি বিশেষ বাস চালানো হবে। রাত পর্যন্ত চলবে এই পরিষেবা।

প্রতিটি বাস দিনে চারটি ট্রিপে চলবে। ভাড়া পড়বে দশ টাকা।

পরিবহণ-কর্তারা জানাচ্ছেন, যাত্রী ভোগান্তির আশঙ্কায় রেল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত বাস চালানোর অনুরোধ করেছিলেন। শিয়ালদা স্টেশনে কাজের কারণে ১৪৭টি লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথ শিয়ালদহের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত করে দমদম এবং দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে শেষ করা হবে। এই অবস্থায় পরিবহণ দপ্তর দমদম সেন্ট্রাল জেলের সামনে থেকে নাগেরবাজার, শ্যামনগর, লেকটাউন, পাতিপুকুর হয়ে বেলগাছিয়া মেট্রো পর্যন্ত বাস চালানোর ব্যবস্থা করছে। যাতে যাত্রীরা মেট্রোয় গন্তব্যস্থল বা অফিস-বাড়ি যাতায়াত করতে পারেন। সূত্রে খবর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে বাস চালানোর প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সেখানে বাস দাঁড় করানোর উপযুক্ত জায়গা নেই। তাই দমদম সেন্ট্রাল জেল-চত্বরকে বাসস্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়াও ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে ডানলপ ভায়া টিটাগড়, খড়দহ, পানিহাটি, রথতলা হয়ে দীর্ঘ ১৩ কিলোমিটার রুটেও বাস চলবে।

এদিকে পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শিয়ালদায় ইতিমধ্যেই প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের জন্যে প্রয়োজনীয় নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। এখন ওই সম্প্রসারিত অংশে রেললাইনের বিদ্যুদয়ন, ইন্টারলকিং ব্যবস্থার কাজ হবে। রবিবার দুপুরের মধ্যেই কাজ শেষ হওয়ার আশা। ১২ কামরার লোকাল ট্রেন যাতে নির্বিঘ্নে শিয়ালদহ উত্তর ও মেন লাইনে চলাচল করতে পারে, সে জন্যেই প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের এই ব্যবস্থা।

জনবহুল এলাকার ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে পদক্ষেপ পূর্ত দফতরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিভিন্ন জনবহুল এলাকার ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে পদক্ষেপ নিতে চলেছে পূর্ত দফতর। রাজ্যের কোন কোন জায়গায় ফুটপাথ বেদখল হয়ে রয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জোগাড়ের জন্যে আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন পূর্তসচিব অন্তরা আচার্য। বিশেষ করে যে সব এলাকায় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মার্কেট রয়েছে, তার আশপাশের রাস্তায় পর্যাপ্ত ফুটপাথ রয়েছে কিনা এবং মানুষজন ঠিকমতো চলাচল করতে পারছেন কিনা তা বিশদে জানাতে বলা হয়েছে এই রিপোর্টে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, রাস্তা পারাপারের সুবিধা আছে কিনা, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। সেই মতো ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট ডিপিআর বানাতে হবে। ফুটপাথ পথচারীদের চলাচলের উপযোগী করে তুলতে কোথায় বেআইনি কাঠামো সরাতে হবে সেটাও ডিপিআরে অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে। তার ভিত্তিতে ফুটপাথ দখলমুক্ত করার অভিযানে নামবে প্রশাসন।

নবান্ন সূত্রের খবর, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নিযুক্ত রোড সেফটি কমিটি তাদের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় পর্যাপ্ত ফুটপাথ না থাকায় পথচারীরা সমস্যায় পড়ছেন। এ বিষয়ে রাজ্যকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে ফুটপাথের সমস্যা মেটাতে তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার। পূর্ত দপ্তর নির্দেশিকা জারি করেছে। পূর্তসচিবের ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এলাকা ধরে ফুটপাথের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ মাপতে হবে।

ফুটপাথ যতটা চওড়া থাকার কথা, তা আছে কিনা, ফুটপাথে কোনও বেআইনি কাঠামো থাকলে, তা সরাতে হবে কিনা, সে-সব রিপোর্টে জানাতে হবে। সেই মতো অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা পড়বে সুপ্রিম কোর্টে। তবে ফুটপাথ শেষ পর্যন্ত দখলমুক্ত করা যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয়ে প্রশাসনের একাংশই। নবান্নের এক শীর্ষ কর্তার ব্যাখ্যা, দেশের বর্তমান আইনে কোনও হকারকে জবরদস্তি উচ্ছেদ করা যায় না। বৈধ এবং অবৈধ হকার, ঠিক করে টাউন ভেন্ডিং কমিটি। কমিটি সম্মতি না নিলে প্রশাসনের পক্ষে হকার উচ্ছেদ সম্ভব নয়।

প্রশাসন আগ বাড়িয়ে ব্যবস্থা নিতে গেলে হকাররা আদালত থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসতে পারেন। হকার ছাড়াও ফুটপাথে বহু পার্টি অফিস, মন্দির, মাজার রয়েছে। সে সব কাঠামো ভাঙতে গেলে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হতে পারে।

যুবকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ব্যারাকপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যুবকের মৃত্যু ঘিরে শুক্রবার উত্তেজনা ছড়ালো ব্যারাকপুর বি এন বসু হাসপাতালে। এদিন সকালে শিয়ালদহ মেইন শাখার টিটাগড় ও খড়দহ স্টেশনের মাঝে ৯ নম্বর রেলগেটের কাছে ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর জখম হন এক যুবক। টিটাগড় পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরানি বাজার এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ আলি হাসান আনসারি নামে ওই যুবককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে আনেন। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃতের পরিবারের লোকজন ও পড়শিরা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। টিটাগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। জানা গিয়েছে, মৃত যুবক সল্টলেক সেক্টর ফাইভের একটি কলসেন্টারে কাজ করতেন। টিটাগড় স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মৃতের জেঠতুতো দাদা শাহনাজ আলমের অভিযোগ, ভাইকে যখন হাসপাতালে আনা হয়েছিল, তখন তাঁর অবস্থা ভালো

ছিল না। অপারেশনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু চিকিৎসক কোমড়ে সেলাই করে ভাইকে ফেলে রেখে ছিলেন। তাঁর দাবি, চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। যদিও হাসপাতাল সুপার অমিতাভ ভট্টাচার্য চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর দাবি, জরুরি বিভাগে ওই যুবকের সঠিক চিকিৎসা করা হয়েছিল।

ফ্রি রিচার্জের নামে সাইবার-ফাঁদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোবাইলে ফ্রি রিচার্জ করে দেওয়া হবে, এরকমই লোভনীয় এসএমএস আসছে অনেকের কাছেই। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক উপভোক্তাদের কাছে এই ধরনের এসএমএস যাচ্ছে। এটি আসলে সাইবার ক্রাইমের একটি ফাঁদ বলেই জানানো হল কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

সূত্রে খবর, অনেক মোবাইল ব্যবহারকারীদের কাছে এসএমএস আসছে, যেখানে লেখা থাকছে, '২৮ দিনের জন্য ২৩৮ টাকার একটি ফ্রি রিচার্জ করে দেওয়া হচ্ছে। এরকমই একটি বার্তা দিয়ে নির্দিষ্ট কেটি ওয়েবলিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে। সেখানে ক্লিক করে কিছু স্টেপ পূরণ করলে যে মোবাইলের রিচার্জ হয়ে যাবে বলে জানানো হচ্ছে। এমনকি, বিষয়টিকে আরও গ্রহণযোগ্য করার জন্য নিচে লিখে দেওয়া হচ্ছে, 'আমি এ থেকে শিক্ষা নিচ্ছি, ২৮ দিনের রিচার্জ হয়ে গিয়েছে। আপনিও এখন নিচের লিঙ্কে ক্লিক করে এটি করতে পারেন। ২৮

দিনের জন্য ফ্রি রিচার্জ গ্রহণ করুন।' মূলত, হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএসের মাধ্যমে এই বার্তা পাঠানো হচ্ছে। এখানেই প্রতারণার ফাঁদে পড়ছেন অনেকে। এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ জমা পড়ছে একাধিক।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, যে লিঙ্ক পাঠানো হচ্ছে তাতে ক্লিক করলে আর্থিক ক্ষতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আর এখানেই সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এদিকে লালবাজারের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, এই সব প্রতারকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ফের সংঘাতে রাজ্য-রাজভবন

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটপর্ব মিটতেই ফের সংঘাতে রাজ্য-রাজভবন। এবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে ফের সুর চড়ালেন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রণংদেহি মেজাজে ব্রাত্যর দাবি, ৭-১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যপালকে বাংলা থেকে চলে যেতে হবে। পঞ্চায়েত ভোটের পর লোকসভা ভোট পর্বেও রাজভবনের পিস রুম নিয়ে চর্চা বাড়িয়েছে। রাজ্যপাল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপচার্যও নিয়োগ করছেন। এই সামগ্রিক ঘটনায় ব্রাত্যর বক্তব্য, 'উপাচার্য নিয়োগ করছেন রাজ্যের পাঠানো তালিকা অনুযায়ী। তাও সুপ্রিম কোর্ট থেকে চাপ তৈরি হওয়ার পর।'

এরপরই শিক্ষামন্ত্রীর সংযোজন, 'রাজ্যপালকে নিয়ে আমি ভাবছি না। আর দিন সাত-দশেক, বা ১৫ দিন। তারপর রাজ্যপালকে যেতে হবে। আমি তাঁকে বার বার বলেছিলাম, আপনার মতি ফিরুক। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। মুখ্যমন্ত্রীর কথা মেনে নিন। তিনি তিন বারের বিপুল জনাদেশ পাওয়া মুখ্যমন্ত্রী। এখানে এসে জলে নেমে কুমিরের

সঙ্গে লড়াই করবেন না। কিন্তু তিনি শুনলেন না। সেটা তাঁর ব্যাপার। কিন্তু এবার তাঁকে যেতে হবে। আজ হোক বা কাল। কেরলে ফিরে যেতে হবে।'

উল্লেখ্য, নানা ইস্যুতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত চলছেই। রাজ্যপাল বোস যখন দায়িত্বে এসেছিলেন বাংলায়, তখন এই রাজ্য সরকারের তরফেই রাজ্যপালের 'বাংলায় হাতেখড়ির' ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্ণাঢ্য আয়োজন হয়েছিল রাজভবনে। কিন্তু সে দৃশ্য এখন অতীত। এখন রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের ঠোকাঠুকি কার্যত নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গিয়েছে এবং প্রতিদিনই নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে রাজ্য-রাজভবন সংঘাতে। এবার রাজ্যপাল বোসকে নিশানা করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর এই আক্রমণ তারই নবতম সংযোজন।

বিমানে ওঠার আগেই অসুস্থ যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম বিমানবন্দরে বিমানে ওঠার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক যাত্রী। জানা গিয়েছে, ওই যাত্রীর নাম মেরাজ আলি।

বিমানে ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে কেবিন ক্রু-রা যাত্রীদের বোর্ডিং পাস চেক করার সময়েই পেটের ব্যথায় লুটিয়ে পড়তে দেখা যায় বছর ৩৩-এর এই যুবককে। এরপরই দ্রুত বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এপিগস্ট্রিয়াম ব্যথায় তাঁর সমস্যা হয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্রের খবর, আন্তর্জাতিক বিমান এতিহাদ এয়ারলাইন্সের ই ওয়াই ২৫৯ বিমানে করে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন বছর তেত্রিশের যুবক মেরাজ আলি।

অভিবাসন দফতরের ছাড়পত্র নিয়ে বিমানে ওঠার আগেই ব্যথা অনুভব করে। মেরাজ বারবার বমি করছিলেন। এরপরই বিমানবন্দরে নিযুক্ত চিকিৎসকরা তাঁকে 'নট ফিট' বলে জানিয়ে দেন। পরে তাঁকেনিকটবর্তী বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানবন্দরের তরফে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের নয়া মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ পূর্ব রেলে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন ওম প্রকাশ চরণ। শুক্রবার তিনি এই দায়িত্ব অধিগ্রহণের আগে খড়গপুরের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের পদে ছিলেন তিনি। ওম প্রকাশ চরণ ২০১৩ ব্যাচের একজন ভারতীয় রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিস (আইআরটিএস) আধিকারিক। তিনি জয় নারায়ণ ব্যাস বিশ্ববিদ্যালয়, যোধপুর থেকে

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ সম্পন্ন করেছেন।

চলবে অস্বস্তি, দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গরম থেকে এখনও নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গবাসীর। বর্ষা তো দূর, উলটে দক্ষিণবঙ্গ তাপপ্রবাহের সতর্কতা জাড়ি করল আলিপুর হাওয়া অফিস। দক্ষিণবঙ্গের তিন জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস।

৩১ মে থেকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মৌসুমী অক্ষরেখা। আলিপুর আবহওয়া দফতরের পূর্বাভাস এ সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণে মৌসুমী বায়ু আসার সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বা বর্ষা আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি দক্ষিণবঙ্গে আসতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। তবে আপতত গরমে পুড়ে খাক হচ্ছে বঙ্গবাসী।

গত কয়েক দিন ধরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব

ছবি: অদিতি সাহা

জেলায় আর্দ্রতাজনিত গরম এবং অস্বস্তিতে ভুগছে মানুষ। এই অবস্থায় হাওয়া অফিস জানিয়েছে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে, তবে বদলের কোনও আশা নেই। বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহ চলবে শনি থেকে সোমবার পর্যন্ত। বাকি জেলাগুলোতে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বৃহস্পতিবার বিকেলে সর্বোচ্চের তুলনায় ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৫৪-৯০ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৮-৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে এক মিলিমিটার। হাওয়া অফিস সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সোমবার পর্যন্ত পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। একইসঙ্গে রয়েছে, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি সঙ্গে দমকা বাতাসের পূর্বাভাস।

মুম্বইয়ে বর্ষার অনুকুল পরিবেশ হলেও এখনও দক্ষিণবঙ্গে অধরা বর্ষা। উত্তরে আগাম বর্ষা এলেও দক্ষিণবঙ্গের পথে হবে দেরি।

আগামী সপ্তাহের আগে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বায়ু প্রবেশের কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মৌসুমী অক্ষরেখা রত্নগিরি সোলাপুর হয়ে মেডক বিজয়নগরম পর্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষরেখার অন্য অংশ ইসলামপুরেই থমকে রয়েছে। আগামী তিন-চারদিনে তেলেঙ্গনা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও ছত্তিশগড়ে মৌসুমী বায়ুর ঢোকার কথা। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এগোচ্ছে মৌসুমী বায়ু। আগামী তিন দিনের মধ্যে মুম্বই শহরেও ঢুকবে বর্ষা।

বরানগরে নিখোঁজ প্রমোটারের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার রাত আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন বরানগর নেতাজি কলোনির বাসিন্দা বিজয় দে ওরফে রাজু। পেশায় তিনি প্রমোটার ছিলেন। ওইদিন রাতে বিজয় বাড়ি না ফেরায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে বরানগর থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়। পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে বরানগর আলমবাজারের বিএসএফ ক্যাম্পের গঙ্গার ঘাট থেকে পুলিশ নিখোঁজ প্রমোটারের দেহ উদ্ধার করে। খুন নাকি আত্মহত্যার ঘটনা, তদন্তে বরানগর থানার পুলিশ। মৃতের পড়শি বিপ্লব শীল জানান, বুধবার রাত ৮ টা নাগাদ বিজয় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। রাতভর খোঁজ চালিয়ে তাঁর কোনও হদিশ মেলেনি। ওর খোঁজ না মেলায় বরানগর থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়েছিল। পুলিশ তদন্তে নেমে মোবাইলের টাওয়ার লোকেট করে বালি ব্রিজের ওপর থেকে তাঁর বাইক ও জুতো উদ্ধার করে। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার রাতে বিএসএফ ক্যাম্পের ঘাট থেকে পুলিশ তাঁর দেহ উদ্ধার করেছে। বিপ্লব শীলের আরও দাবি, ঘটনার সঠিক তদন্ত করা হোক। স্থানীয় কাউন্সিলর অঞ্জন পাল বলেন, প্রশাসন সূত্রে যতদূর খবর পেয়েছি বিজয় বালি ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরিবার সূত্রেও সেই একই ইঙ্গিত পেয়েছি। তবে এখন সবটাই তদন্ত সাপেক্ষ।

মৃত প্রমোটার বিজয় দে

রাতে বিজয় বাড়ি না ফেরায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে বরানগর থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়। পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে বরানগর আলমবাজারের বিএসএফ ক্যাম্পের গঙ্গার ঘাট থেকে পুলিশ নিখোঁজ প্রমোটারের দেহ উদ্ধার করে।

সম্পাদকীয়

‘জিজিয়া কর’ এর জন্য অমুসলমানদের যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা যেত না

ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষ দেখাতে গিয়ে অনেকেই অনেকখানি কালি খরচ করে ফেলেন জিজিয়া কর প্রসঙ্গে। ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমান নাগরিকদের ‘জান-মান-ইজ্জত’ রক্ষার জন্য তাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থই হল ‘জিজিয়া কর’। অমুসলমান প্রত্যেককেই কিন্তু এই কর দিতে হত না। অশক্ত, বৃদ্ধ, পাদরি, পূজারি, বেকার, বিকলাঙ্গ ও মহিলাদের এই কর দিতে হত না। প্রসঙ্গত, ইসলামি শাসনব্যবস্থায় এমন কিছু কর ছিল, যা শুধুমাত্র মুসলমানদেরই দিতে হত। জিজিয়ার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল বছরে ৪৮ দিরহাম ও সর্বনিম্ন বছরে ১২ দিরহাম। আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করেই এই কর ধার্য হত। যে হেতু এই করের বিনিময়ে সরকার কর প্রদানকারীর প্রাণরক্ষায় দায়বদ্ধ ছিল, তাই এই কর প্রদানকারীকে সরকার যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করতে পারত না। অথচ, প্রত্যেক মুসলমান নাগরিক যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য ছিলেন। যদি দেখা যেত, সরকার কর প্রদানকারীর ধন-প্রাণ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে, তা হলে সেই কর সংশ্লিষ্ট নাগরিক বা তাঁর পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হত। যদি ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষই হত কর আদায়ের কারণ, তা হলে করের হারে তারতম্য ঘটত না। জিজিয়া করটি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দুদের প্রদেয় প্রায় ৭০টি কর তুলে দিয়েছিলেন। স্যর যদুনাথ সরকার তাঁর হিস্ট্রি অব ঔরঙ্গজেব গ্রন্থে এ রকম ৬৫টি কর তুলে দেওয়ার কথা লিখেছেন। এ কথা সত্যি যে, ঔরঙ্গজেবের আমলে বেশ কিছু মন্দির ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু হিন্দু মন্দির ধ্বংসই তাঁর অভিপ্রায় হলে আরও অনেক মন্দির তাঁর নাগালে থাকলেও অক্ষত থাকত না। ঔরঙ্গজেবের উদারনীতি প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন, ‘তাঁর আমলে হিন্দুদিগের বড় বড় পদ, মর্যাদা ও জায়গীর দেওয়া হয়েছে। এমনকি সম্পূর্ণ মুসলমান প্রদেশ আফগানিস্তানের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন একজন হিন্দু। জয় সিংহ, যশোবন্ত সিংহ, রসিকজান প্রমুখ সাতাশ জন হিন্দু তাঁর আমলে উচ্চপদে আসীন হন। সেনাদলেও ছিল হিন্দুদের আধিক্য।’ ঔরঙ্গজেব হিন্দু পণ্ডিতদেরও জায়গির দান করতেন। তিনি যাঁদের জায়গির দান করেছেন তাঁদের মধ্যে বারাণসী জেলার গিরিধর, মহেশপুরের যদু মিশ্র ও পণ্ডিত বিল্বধর মিশ্রের নাম ইতিহাসসিদ্ধ। ইতিহাসবিদ আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন ঔরঙ্গজেবের আমলে দীর্ঘ কাল ভারতে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ইসলাম এখানকার রাষ্ট্রধর্ম, তবে প্রজাদের শতকরা ৯০ জনই হিন্দু এবং তাঁদের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কাজকর্ম পরিচালনায় যোগ্যতাই বিবেচনা করতেন ঔরঙ্গজেব, ধর্ম নয়। এই বিষয়ে নানা সাক্ষ্য মেলে।

আনন্দকথা

মার মন্দিরে মার দুইপার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলা জ্বলিতেছে, ক্ষীণ আলোক। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ নাটমন্দিরে দেখাইতেছিল।

মাস্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প। এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘আজ আর কি গান হবে?’’ ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, ‘‘না, আজ আর গান হবে না।’’ এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনি বলিলেন, ‘‘তবে এক কর্ম করো। আমি বলরামের বাড়ি কলিকাতায় যাব, তুমি যেও, সেখানে গানে হবে।’’

মাস্টার — যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি জান? বলরাম বসু?

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

শিল্পা শেঠি

১৯২৭ *বিশিষ্ট দার্শনিক স্বামী পার্থসারথীর জন্মদিন।*
১৯৫৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ডিম্পল কাপাডিয়ার জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শিল্পা শেঠির জন্মদিন।*

রক্ষক ভক্ষক হলে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে কীভাবে

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল

পরিবেশকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭২ সালের ৫ই জুন প্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। ধুমধাম করে প্রতিবছর পরিবেশ দিবস পালিত হলেও তা খা তা-কলমে, মিটিং ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতিটা দেশ পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি সদস্য হলেও প্রত্যেক দেশের দূষণ দ্রুত হচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষার নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও বাস্তবে পরিবেশ দিবসের মধ্য দিয়ে কতটা পরিবেশ সুরক্ষা পেয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে নানা মহলে। ১৯৭২ সালে সুইডেনে প্রথম পরিবেশ দিবস পালিত হয় ১১৯ টি দেশ নিয়ে। পরিবেশকে বাঁচাতে ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পরিবেশ দিবস সূচনা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ১৯৭২ সালের পর সদস্যভুক্ত দেশগুলো নানাভাবে পরিবেশকে নষ্ট করে চলেছে উন্নয়নের অজুহাতে। যে দেশ যত উন্নত, সেখানে নানা প্রকার দূষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতিসাধন বেশি । পরিবেশ দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে, শিল্পোন্নয়ন নগরায়ণ ও উন্নত জীবন জীবিকার কারণে। প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে একটি থিম থাকে। অর্থাৎ প্রতিবছর পরিবেশের নানা বিষয়ের উপর গুরুত্ব বিচার করে ঠিক করা হয় থিম। তার মধ্য দিয়ে দূষণের মাত্রা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সম্পর্ক কীভাবে রক্ষা করা যায় তার পরিকল্পনা ও রূপরেখা তৈরি করা হয়। গত ২০২৩ সালের থিম ছিল প্লাস্টিক দূষণের সমাধান তার ফলে কতটা ব্যবহার কমেছে ও মানুষ সচেতন হয়েছে তা অবশ্যই পর্যালোচনা করা দরকার। তবে বিশ্বজুড়ে প্লাস্টিকের ব্যবহার কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ও আইনের ফাঁক ফোকর নিয়ে খোলা বাজারে নিষিদ্ধজাত নানা প্রকার প্লাস্টিক ব্যবহার হচ্ছে। অন্যদিকে বিভিন্ন উৎপাদন কারি কলকারখানা, আইন অমান্য করে সরকারি আমলাদের সহযোগিতা নিয়ে প্ল্যাস্টিক বাজারে বাজারে সরবরাহ করে চলেছে। তার ফলে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ ও প্রতিটা বাজার প্লাস্টিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ ব্যাগের পরিবর্তে প্ল্যাস্টিক ব্যবহার করছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আদান-প্রদান থেকে শুরু করে সমস্ত কাজে। অথচ বিশ্বজুড়ে ২০২৩ সালের ৫ই জুন প্লাস্টিক দূষণের সমাধান ছিল পরিবেশ দিবসের থিম।। শক্তিধর দেশগুলো যারা মূলত পরিবেশের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে নানা সংগঠন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনার কথা বলে তারাই আবার সবচেয়ে বেশি দূষিত পদার্থ উৎপাদন করে। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্লাস্টিক জনিত আবর্জনা উৎপাদনকারী চীন যা প্রায় ৩৭. ৬ মিলিয়ন টন এবং আমেরিকা দ্বিতীয় স্থানে (২২.৯ মিলিয়ন টন)। এছাড়া ভারত,ব্রাজিল, মেক্সিকো, জাপান, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া ও ইতালি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্লাস্টিক আবর্জনা উৎপাদক দেশ। কিন্তু মাথাপিছু প্লাস্টিক ব্যবহার বিচার করলে ম্যাকাও ২০১৫ সালে ৩২৮ কেজি আবর্জনা তৈরি করেছে, পালাও ১৬৭ কেজি, হংকং ১৬৭ কেজি, বারমুডা ১৬৬ কেজি ও মঙ্গোলিয়া ১২৭ কেজি। তার ফলে পরিবেশ দিবস পালনের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে নানা মহলে। প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে উন্নয়নের কাজে। যার জন্য প্রধানত দায়ী সরকারি নানা নিয়মকানুন, ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি। আসলে সবাই একত্রিত হয়ে পরিবেশ রক্ষার শপথ গ্রহণ করলেও আড়ালে প্রতিটা দেশ নিজেদের স্বার্থে আড়ালে করে নানা প্রকার কার্যক্রম করে থাকেন। কলকারখানা,শিল্প, নগরায়ণ,খনিজ সম্পদ উত্তোলন থেকে শুরু করে নানা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরিবেশ আইন মানা হয় না। অথচ প্রতিবছর ঘটা করে বিশ্বজুড়ে পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। ৫ই জুন কোটি কোটি টাকা গাছ লাগানো হয় ও নানা জায়গায় বহু অর্থ খরচ করে। কোটি কোটি বায় করে বৃক্ষরোপণ করার পর কতগুলো বৃক্ষ জীবিত রইল তার হিসাব নেওয়া হয় না। তার ফলে ধীরে ধীরে সবুজের সমাহার কমেছে দ্রুত হারে পৃথিবীজুড়ে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে শুধু উৎসব হিসেবে পরিণত হয়েছে। আজ ২০২৪ সালের ৫ই জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে পরিবেশ দিবস ও নানা দেশ নানাভাবে উদ্‌যাপন করছেন। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম ভূমির পুনরুদ্ধার, মরুকরণ এবং খরা প্রতিরোধ। প্রতিবছর নানাভাবে কোটি কোটি হেক্টর জমি নানা কারণে অযোগ্য কৃষি ভূমিতে পরিণত হচ্ছে।

এছাড়া ক্ষারকীয় ও অম্ল মাটিকে কীভাবে পুনরুদ্ধার করে চাষের যোগ্য করে তোলা যায় তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। । এছাড়া মরুকরণ প্রতিরোধ ও সবুজের সমাহার বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। ভূমি আমাদের ভবিষ্যৎ এবং ভূমিকে কেন্দ্র করে মানব জীবনের বিকাশ ও কর্মজাল বিস্তৃত। তাই ভূমির ব্যবস্থার ও কার্যকারিতার উপর নির্ভর করছে পরোক্ষভাবে উন্নয়ন। কিন্তু ধীরে ধীরে পৃথিবীজুড়ে নানা প্রাকৃতিক কার্যকলাপের ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে নানা প্রকার দূষণ। প্রতিবছর পৃথিবীর নানা প্রান্তে ভূমি ক্ষারত্ব, অম্লতা ও লবণাক্ত ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। তারপরে কৃষি যোগ্য ভূমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে ও সবুজ গাছপালা নষ্ট হচ্ছে। তার ফলে মরুকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন মরু অঞ্চলগুলো গ্রাস করছে লক্ষ লক্ষ হেক্টর ভূমি ও গাছপালাকে। পৃথিবীজুড়ে মরুকরণ বৃদ্ধি প্রতিরোধের নানা ব্যবস্থাপনা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তার রূপরেখা ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পৃথিবীজুড়ে প্রায় ৪২৪ মিলিয়ন হেক্টর উপরের মৃত্তিকা লবণাক্ত ও ৮৩৩ মিলিয়ন হেক্টর আস্ত মৃত্তিকা লবণাক্ত ভূমিতে পরিণত হচ্ছে । প্রতিবছর মরুকরণ গ্রাস করছে ১২ মিলিয়ন হেক্টর জমি ও ভূমিক্ষয় হচ্ছে প্রায় ২ মিলিয়ন হেক্টর জমি। যেখানে বসবাস করছে ১.৫ মিলিয়ন মানুষ। প্রতিবছর ২৪ মিলিয়ন টন উর্বর মাটি ক্ষয়ের কারণে মারাত্মকভাবে প্রভাব পড়ছে কৃষি উৎপাদনের উপর। তাই ভূমির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে ২০২৪ সালের পরিবেশ দিবসের থিম রাখা হয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অবনমন করে চলেছি নির্বিচারে। পৃথিবীতে যে যত বিত্তশালী, সে ততো বেশি পরিবেশের ক্ষতি সাধন করছেন। গ্রাম-বাংলার পরিবেশ আজও সুরক্ষিত যেখানে আলো, বাতাস, গাছপালা, পশুপাখি থেকে শুরু করে বাস্তু তন্ত্রের মধ্যে সকলেই বসবাস করছেন। কিন্তু শহর ও নগর জীবনে বসবাসকারী উন্নত শিক্ষিত মানুষেরা পরিবেশকে নানাভাবে নির্দ্বিধায় ধ্বংস করছে। তারা একদিকে কংক্রিটের জঙ্গল দিয়ে মুড়ে ফেলেছে অন্যদিকে অট্টালিকা তৈরি করছে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। যেখানে সম্পূর্ণভাবে পানীয় জল থেকে শুরু করে অক্সিজেনের জন্য নির্ভরশীল গ্রামীণ এলাকার প্রান্তিক মানুষদের গাছপালার উপর ও পরিবেশের উপর। কারণ তাদের ব্যাংকে গচ্ছিত রয়েছে কোটি কোটি টাকা, রয়েছে গাড়ি, বাড়ি ও অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণকারী নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জিনিসপত্র। অথচ তাদের কয়েকটা গাছ নেই পরিবারের অক্সিজেন খাওয়ার জন্য। অধিকাংশ শহরবাসী নির্ভর করে জল ও অক্সিজেনের জন্য গ্রামীণ এলাকার উপর। জাতিসংঘের উচিত শহর অঞ্চলে প্রতিটা পরিবারের নিজস্ব জল, অক্সিজেনের জোগান দিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে গাছ লাগানো ও খালি জমি রাখতে বাধ্য করা যাতে ভৌম জলের জোগান দেয়। অর্থাৎ প্রতিটা পরিবারের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিমাণ মতো গাছ লাগানো ও পানীয় জল, ভৌমজল স্তর ঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা দেশের যে কোনো প্রান্তে বাধ্যতামূলক খালি রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, গাড়ি ব্যবহার ও নানা প্রকার শিল্প স্থাপনের আগে দূষণের পরিমাণ হিসেব করে প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর অনুমতি দিলে পরিবেশের অবনমন প্রতিরোধ করা যাবে। সবশেষে বলা যায়, উন্নয়নের নামে শিক্ষিত ও উন্নত মানুষেরা যেভাবে নির্বিচারে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করছে তা আন্তরিকতার সাথে প্রতিরোধ করতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষার জন্য কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শুকিয়ে যাওয়া নদীর কাছে

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ধর্মের নামে ভিক্ষে চাইছ? গো টু মোদী, গো! খেঁকিয়ে উঠলেন মাঝবয়সি জীর্ণশীর্ণ ভদ্রমহিলাটি। কণ্ঠস্বর তাঁর এমনই তীক্ষ্ণ, যে গাড়ির এদিকের ওদিকের সিট থেকে তাঁর দিকে চেয়ে দেখল অনেকেই।

বর্ধমান থেকে আমরা জাতীয় সড়ক ছেড়ে বোলপুর যাবার রাস্তাটা ধরেছি। তালিত স্টেশনের পাশে যে লেভেল ক্রসিং, সেখানে গেট একবার পড়লে সহজে ওঠে না। দুই দিকেই এক্সপ্রেস লোকাল বা মালগাড়ি, নানান ট্রেন ছুটছে। তারই মধ্যে থেমে থাকা গাড়িগুলোর জানালায় জানালায় হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চাইছে মলিন মাঝবয়সি এক রমণী। লাল পাড় সাদা শাড়িটা ময়লা। মাথায় কপালে অনেকটা লাল সিঁদুর, পেছন দিকে জটা।

হাতের মালসায় শুকনো ফুলের মালা জড়ানো কী যেন ঠাকুর দেবতার সিঁদুর লেপা ছবি, কিছু খুচরো পয়সা। দেখেও দেখছে না অনেকে, দেখার মতন কিছু নয় বলেই। জমে থাকা এতগুলো গাড়ি থেকে দু-চারটা কয়েন হয়ত দিয়েছে কেউ কেউ।

অনিবার্য জ্যামে আটকে থাকলে, অনেকেরই মেজাজ খিঁচড়ে যায়। তার মধ্যে, আমাদের সহচরীর এহেন মোদী ‘বন্দনা’য়, বিব্রত আমার চোখ চলে যায় আমাদের প্রিয়জন, এই দলে নামে যিনি বাঙালি মুসলমান। মহিলারা পথে বেরোলে বমি টমি করেন অনেকে। তেমন একটা ক্যাচাল ঘটালেও এতখানি খারাপ লাগা থাকতো না। পরিষ্কার করার কাজে নিজেদের নিয়োগ করে আত্মশুদ্ধি আবাহন করা যেত কোনও একরকমভাবে।

কিন্তু অকারণ অপাত্রে এতখানি প্রতিক্রিয়া, মানে প্রগতিশীলতার প্রদর্শনকামী দূষণ, মনের ভেতর লালিত এই বিষ, অন্যদের মন থেকেও সহজে মোছে না। মনে হল, ওরে বাবারে, কাদের সঙ্গে শান্তিনিকেতন বেড়াতে যাচ্ছি?

হিন্দু মুসলমান, পুরুষ নারী, বেকার সাকার (মানে এখনও চাকরিতে বহাল অথবা সদ্য অবসরপ্রাপ্ত), এমন ভেদাভেদ রাস্তাঘাটে বাসে ট্রেনে চায়ের দোকানে অনেকেই ঘটিয়ে ফেলেন। হয়ত সিরিয়াসলি নেবার কিছু নেই। বন্ধু থেকে মুসলমান হয়ে যাওয়া ভদ্রলোকটি এইসব ক্ষেত্রে বহুদর্শী, আমার মতন আবেগপ্রবণ নন। একান্ত আড্ডায় খিটকেলে ওই মহিলার অদ্ভুত কথার প্রেক্ষিতে একজন বলেন, এমন সিউডো আঁতেল অনেক দেখা যায়। সেকু সেকু, নেকু নেকু। এরাই তো এভাবে কাউকে কাউকে বাড় খাইয়ে তুলে দেয়...

কথাবার্তা শতধারায় লঘু বাতাসে ঘোরে, আমার মন চলে যায় অল্পবয়সের দিকে। এই জীর্ণ শীর্ণ মধ্যবয়সিনী বেশ জ্বালাতন করছেন পুরো দলটাকে। হেঁকে ডেকে গাড়ি থামাচ্ছেন যেখানে সেখানে, লাফ দিয়ে নেমে ছবি তুলে আনছেন তাঁর কাছে বিচিত্র কোনও গাছ কিংবা ফুলের, বিপুল আহ্লাদে কোলে তুলে নিচ্ছেন নিরীহ ছাগলছানা অথবা কুঁড়েঘরের সামনে ঘুরে বেড়ানো কোনও শিশুকে।

অনেকেরই কাছে তিনি মজার খোরাক, কিন্তু আমার একদম ভালো লাগছে না। সবারই কথা, মেয়েদের নিজেদের সংসার না হলে না কি মাঝবয়সে এমন ক্ষ্যাপামি আসে। সে তো আমার দু-এক পিস কাজিন বোনকে দেখেই বুঝি; কিন্তু কোন ক্ষ্যাপামিতে মোদীর প্রতি এমন বিরাগ? ভিন্ন কোনও অপ্রাপ্তির ক্ষোভ, এইভাবে বেরিয়ে আসে?

আসানসোল এলাকার ভ্রমণ স্মৃতি মনে পড়ে। দামোদরের রূপ কাছাকাছি অঞ্চলেও নানানরকম, জানেন অভিজ্ঞজন। দিসেরগড় না বরাকর খেয়াল করতে পারছি না, চলেছি অচেনা এক ভ্রমণ দলের সঙ্গে। একই ব্রিজ ধরে যাওয়া আর ফেরা হয়েছিল কি না মনে নেই, তবে সহসা এক মধ্যবয়সিনী রমণীর আকুল আর্তনাদে চমকে উঠি, এই নদী নয়, এই নদীটা নয়! শুকিয়ে যাওয়া নদীর কাছে যাব... শুকিয়ে যাওয়া নদীর কাছে নিয়ে চল আমাকে...

রাজনৈতিক বিষয় না এটা, তবু, সকলেই নীরব। কিছুটা বিব্রত। এই ভদ্রমহিলাও শীর্ণ, তবে সাজগোছ করেছেন ব্যাপক। লাল শাড়িতে তাঁকে যে মানাচ্ছে না, বুঝিয়ে দেবার কেউ নেই। অবাক হয়ে তাঁকে দেখতে দেখতে, এই বিশাল দেশের নানারকম মানুষের মূর্ত প্রতীক মনে হয় তাঁকে।

আমি রব বঞ্চিতের, হতাশের দলে; সাধ করে কি বলে কেউ? বিজয় বসন্তের ভাবনা তাদের উদ্দীপ্ত করে না, কোনও আশাবাদেই সাড়া দেয় না কারও কারও মন। না কি শরীর সাড়া দেয় না বলেই ভাবনাচিন্তার অমন নেগেটিভ গতি?

এমন নয় যে এইসব মানুষের সবসময়েই খুব খিদে পায়। সম্পন্নতার ড্রয়িংরুমে বসে এরা কি টিভিতে দারিদ্র্যরেখার আলোচনা দেখেন? নানান দলের কোন্দলে কৌতুক পাবার মনটা নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু ভালো গান শোনা বা দেখার অবকাশও নেই কী? দেশের জ্বলন্ত কি নিভন্ত সমস্যাবলী নিয়ে এঁদের তো আলোচনা করতে শুনি না! যে কোনও সফলতাকে যা হোক করে গালি দিতে হবে, একমাত্র এজেণ্ডা যেন সেটাই...

পাকিস্তান কি চিন আমাদের শত্রু নয়। শত্রু, সত্যিই যদি ব্যপ্ত অর্থে ধরি, আমাদের খুব কাছের সংসারে থাকা এইসব মানুষেরা , আমাদেরই বোন, বউদি, দাদা, কাকা, ভাই। গ্লাস অর্ধেক ভর্তি থাকলেও যারা রাগি রাগি মুখে সবসময়ে বলবেন, দেখছ না, অর্ধেকটাই খালি?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হুগলিতে অশান্তি চরমে

তৃণমূলের পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ অনেকের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লোকসভা ভোটে হুগলি আসনে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৬,৮৫৩ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শান্তি নেই ঘাসফুল শিবিরে। অশান্তি এতই চরমে পৌঁছেছে যে পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ একাধিক সদস্য পদত্যাগ করেছেন শুক্রবার। একে একে বিডিও অফিসে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিচ্ছেন তাঁরা।

কেন এমন পরিস্থিতি হচ্ছে? আসলে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে জিতলেও হুগলির সাতটি বিধানসভার মধ্যে তিনটিতেই পিছিয়ে রয়েছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবধান চুঁচুড়া বিধানসভায়। সেখানে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের থেকে ৮,২৮৪টি ভোট কম পেয়েছেন রচনা। তাই দলের প্রার্থী জিতলেও চুঁচুড়ার তৃণমূল নেতা কর্মীদের আনন্দ ফিকে হয়ে গিয়েছে অনেকটাই। হারের কারণ পর্যালোচনা করতে দফায় দফায় বৈঠকে বসছেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। ব্যান্ডেল, দেবানন্দপুর, কোদালিয়া-১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি।

সূত্রের খবর, বিধায়ক, প্রধান, উপপ্রধান সহ জন প্রতিনিধিদের বৈঠকে ডেকে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। অপমান করেছেন বলেও অভিযোগ। এরপরই শুক্রবার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলির প্রধান, উপপ্রধানরা চুঁচুড়া-মগড়া বিডিও অফিসে গিয়ে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ করেছেন কোদালিয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুচেতা মান্না পাল। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর ওপর কোনও চাপ নেই, তবে দলের পরাজয়ের দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন তিনি।

বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'চারটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানও পদত্যাগ করেছেন। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই কারণ তাঁদের বিবেক আছে। তাঁরা থাকাকালীন দলের ফল খারাপ হয়েছে। মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে।' কেন এমন হল, তা পর্যালোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। চুঁচুড়া পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ঝণ্টু বিশ্বাসের অভিযোগ, মানুষের সঙ্গে বিশেষ করে দলের কর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের ফল এটা। এদিকে বিধায়কের দিকে আঙুল তুলছেন বিজেপিও। বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ বলেন, 'পরাজয়ের দায় যদি নিতেই হয় তা হলে বিধায়ক কেন নিচ্ছেন না? তিনিই তো চুঁচুড়ার অভিভাবক।'

দলীয় কর্মীর মৃত্যুতে চোখে জল হুগলির বিজেপি নেত্রী লকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লোকসভা ভোট মিটেছে। হুগলি হাতছাড়া হয়েছে বিজেপির। ৭৬ হাজারেরও বেশি ভোটে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে পরাস্ত করেছেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের রেজাল্ট প্রকাশ্যে আসার পরই হুগলির পাণ্ডুয়ায় রবি সোরেন নামে এক বিজেপি নেতা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়। ভোটে হারের পর লকেট এখন রয়েছেন দিল্লিতে। কিন্তু দলীয় কর্মীর মৃত্যুর খবর তাঁর কাছেও গিয়েছে। শুক্রবার দুপুরে মৃত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বললেন লকেট। শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন বিজেপি নেত্রী।

পাণ্ডুয়ার ওই মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও। ভিডিয়ো কলে লকেটকে তাঁরা জানান, সেখানকার পরিস্থিতির কথা। হুগলির ভোটের রেজাল্ট একবার প্রকাশ্যে আসলে বুধবার সকলকে নিয়ে 'ফিস্ট' করার প্ল্যানিং করেছিলেন ওই বিজেপি কর্মী। কিন্তু ভোটের রেজাল্টে লকেট হারছে দেখেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বুকে যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকেন। এরপর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি রবি সোরেন নামে ওই বিজেপি কর্মীকে।

শুক্রবার মৃত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কষ্ট চেপে রাখতে পারলেন না লকেট। দলীয় কর্মীর মৃত্যু কেঁদে ফেললেন তিনিও। হুগলির পরাজিত বিজেপি প্রার্থী পরে সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'প্রত্যেক বুথের কর্মীরা জান দিয়ে লড়াই করেছিলেন। তারপরও আমরা জিততে পারিনি। এটা আমাদের সকলকে মাথা পেতে নিতে হবে। কিন্তু জীবন চলে যাওয়া! এটা তো মেনে নেওয়া যায় না। তিনি তো দলের জন্য শহিদই হলেন। আমি গিয়ে দেখা করব তাঁর পরিবারের সঙ্গে। সবরকম ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব।' ভোটে হারলেও তিনি যে হুগলির মানুষকে ছেড়ে যাবেন না, সে বিষয়েও আশ্বস্ত করেন লকেট।

আরামবাগে বিজেপি প্রার্থীর পরাজয়ের জন্য বিমান ঘোষকে দায়ী করল বিজেপির একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগার পরাজিত হওয়ার পর থেকেই বিজেপির একাংশ বিজেপি নেতা বিমান ঘোষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। এদিন সংবাদমাধ্যমের কাছে আরামবাগ পুর মণ্ডলের প্রাক্তন সহ সভাপতি কার্তিক মাল আরামবাগ লোকসভায় বিজেপি প্রার্থী হারার জন্য সরাসরি পুরশুড়ার বিধায়ক তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষকে দায়ী করলেন। তিনি তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং তত্ত্ব সামনে আনেন। পাশাপাশি বৃহৎ অঙ্কের টাকার তত্ত্বও সামনে আনেন। আর এই খেলায় সক্রিয় ভাবে বিমান ঘোষ যুক্ত বলে অভিযোগ করেন তিনি। আরামবাগের প্রাক্তন বিজেপি নেতা কার্তিক মাল বলেন, আরামবাগ লোকসভায় বিজেপি প্রার্থীর হার খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আরামবাগ লোকসভায় চারজন বিজেপি বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বিজেপি প্রার্থী হার হল সেই নিয়ে তদন্ত করা উচিত। বর্তমান বিজেপির জেলা প্রেসিডেন্ট বিমান ঘোষের কাছে প্রশ্ন উনি কি রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা গোঁজ প্রার্থী দিয়ে ছিলেন। বিজেপি থেকে দু'জন গোঁজ প্রার্থী দেওয়া হয়। এর মধ্যে রঘু মালিক ১৬ হাজার ভোট কেটেছে। এর দায় কার বলে

প্রশ্ন তোলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, নিজের স্বার্থের জন্য বিমানবাবু গোঁজ প্রার্থী দেন বলে অভিযোগ করেন। জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ কি তৃণমূলের সঙ্গে সেটআপ করেছিল, এই বিষয়েও মুখ খোলেন তিনি। আরও বলেন, যিনি প্রার্থী হয়ে সাধারণ মানুষ ও কর্মীদের ফোন ধরতেন না। বিমানবাবুর কথাতেই উনি ফোন ধরতেন। প্রার্থীকে একেবারে কবজা করেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাহলে কি বিজেপি কর্মীদের কোনও দাম নেই। পুরোটাই উনি সেটিংয়ে চলেন। কেন চারটে বিধায়ককে ডেকে ভোট পরিচালনা করা হল না। ভোটের আগে কোনও কোর কমিটির মিটিং করেননি। দলের কথা না ভেবে স্বজনপোষণ করেন। এটা দুর্ভাগ্য। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাই মুখ খুলতে বাধ্য হচ্ছি। যাতে করে বিজেপি আবার ফিরে আসে আরামবাগে। বিমান ঘোষ যদি বিজেপির দায়িত্বে থাকেন তাহলে আরামবাগ থেকে বিজেপি মুছে যাবে। নিজের পকেট ভরবেন আর তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দেবেন। অপরদিকে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ এক প্রকার উদাসীনভাবেই জানান এইসব কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না বলে। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন বিমান ঘোষ যেভাবে আরামবাগ লোকসভায় ভোট পরিচালনা করেছেন তাতে তার ভুল অনেকটাই ছিল। তার ভুল চলে বিজেপি প্রার্থীর জয়ের স্বপ্নে জল ঢালেন তৃণমূল প্রার্থী মিতালী। এমনটাই দাবি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের। সবমিলিয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির বর্তমানে ডামাডোল অবস্থা।

তৃতীয়বারের জন্য কেন্দ্রে সরকার গঠন করবেন মোদি, বালুরঘাটে উচ্ছ্বাস দলীয় কর্মী-সমর্থকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: তৃতীয়বারের জন্য কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় কম আসন থাকলেও নতুন সরকার গঠন করতে জোট সঙ্গীদের সমর্থন পেয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এর ফলে টানা তৃতীয়বার নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন। সেই আনন্দেই শুক্রবার বালুরঘাটে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে আনন্দে উৎসবে মেতে উঠলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। বাজি ফাটিয়ে, ঢাকের তালে এবং গেরুয়া আবির উড়িয়ে নাচতে দেখা যায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের। তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, প্রাক্তন জেলা সভাপতি শুভেন্দু সরকার সহ অন্যান্য নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে চলে এই আনন্দ উচ্ছ্বাস।

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রপতির কাছে নতুন সরকার গঠন করবেন। এবং আগামী রবিবার প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য শপথ গ্রহণ করবেন। সে কারণেই আমরা আমাদের জেলা কার্যালয়ের সামনে আমাদের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছি।'

চুরির অভিযোগে ধৃত ১, উদ্ধার গোরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম গোরু চুরির ঘটনার কয়েকঘন্টার মধ্যেই দুষ্কৃতকারীকে গ্রেফতার করে নজির গড়ল ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোরু চুরির ঘটনায় বেলিয়াবেড়া থানার রাণ্টুয়া থেকে মঙ্গলবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বুধবার ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সঞ্জয় খামরি। বাড়ি পিঁড়রাপাল এলাকায়। দু'দিন পুলিশ হেপাজতের পর পুনরায় শুক্রবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ০২.০৬.২৪ তারিখ আশকোলা গ্রমের বাসিন্দা দিলীপ ঘোষ গোরু চুরির অভিযোগ দায়ের করেন বেলিয়াবেড়া থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে বেলিয়াবেড়া থানার এসআই সুবোধ মাহাতোর নেতৃত্বে দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়। সেই সঙ্গে উদ্ধার চুরি যাওয়া দু'টি গোরু। বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের এই ভূমিকায় খুশি এলাকার মানুষেরা।

বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের ব্যাপক মারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের উখড়া এলাকায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের ব্যাপক মারধর করার অভিযোগ উঠল এলাকারই বেশ কিছু মানুষের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ পৌঁছে আক্রান্ত বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের উদ্ধার করে।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পূর্বস্থলীর মোবাইল ভ্যানে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা একটি ভোল্টেজের সমস্যার কল পেয়ে রেলের হল্টের উখড়া এলাকায় একটি ট্রান্সফরমার সারাতে যান। ট্রান্সফরমার সারাতে গিয়ে কোনও সমস্যা না পেয়ে ট্রান্সফরমার লোড মাপতে যাওয়ার সময় হঠাৎই কয়েকজন বিদ্যুৎ দপ্তরের ওই কর্মীদেরকে ব্যাপক মারধর করেন বলে অভিযোগ। ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয়।

আহতরা হলেন বাপ্পা পাল, বিকাশ দাস এবং রতন রায়। সকলেই পূর্বস্থলীর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। এদিন পূর্বস্থলীর স্টেশন ম্যানেজার ইন্দ্রনীল দেবনাথ জানিয়েছেন, তাঁদের কর্মীরা কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন। পূর্বস্থলী থানার পুলিশ তাঁদেরকে গিয়ে উদ্ধার করে। এই বিষয়ে তাঁরা পুলিশের কাছে দোষীদের শাস্তির দাবিতে অভিযোগ জানিয়েছেন।

ছাত্রীকে শ্লীতাহানি করার চেষ্টার অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: একাংশ ছাত্রের সঙ্গে শান্তিপুর কলেজের ইতিহাস অধ্যাপকের বচসা থেকে হাতাহাতি। অবশেষে ছাত্রদের হাতে মাথা ফাটল অধ্যাপকের। যদিও অধ্যাপকের তোলা অভিযোগ অস্বীকার ছাত্র-ছাত্রীদের। তাদের অভিযোগ রাইমা ঘোষ নামে এক ছাত্রীকে হাত ধরে টানে ওই শিক্ষক। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর কলেজের। আক্রান্ত ইতিহাসের অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মণ্ডলের দাবি, সম্প্রতি কলেজের বাউন্ডারি প্রাচীর নির্মাণে, কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী নির্দেশে তিনি ওই কাজে দেখাশোনা করতেন প্রায়শই। তার কাছে ছাত্রদের কয়েকজন এবং বহিরাগত কয়েকজনের পক্ষ থেকে মাঝেমধ্যেই হুমকি আসতো তোলাবাজির টাকা চেয়ে। এমনকী বাড়িতে গিয়েও পর্যন্ত হুমকি দিয়ে আসা হয়েছে কাজের বরাত তাদের পাইয়ে দেওয়ার জন্য। এ বিষয়ে বিধায়ককে এমনকী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও সুবিচার চেয়েছেন ওই অধ্যাপক। একই দাবিতে তারা অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করে কলেজের মধ্যেই। এমনকী কলেজ কর্মচারীরা প্রতিবাদ করতে গেলেও তাদের মধ্য থেকেও একজনকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে কলেজ গেট অবরুদ্ধ করে ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে, ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। তাদের দাবি, রাইমা ঘোষ নামে এক ছাত্রীর হাত ধরে টেনে লাইব্রেরির নির্জনে নিয়ে গিয়ে কু প্রস্তাব দিয়েছেন শিক্ষক রামকৃষ্ণ মণ্ডল। আর এ বিষয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে কলেজের বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রী। তাদের দাবি অবিলম্বে ওই অধ্যাপকের অপসারণ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান তারা। যদিও ছাত্রদের বিক্ষোভের বিষয়ে অধ্যাপক জানান, এ সমস্ত পুরো সাজানো বিষয়, আমি কলেজ প্রিন্সিপালের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি, কোনোভাবেই যেন ওই সিসি ফুটেজ নষ্ট না হয়। কারণ সেখানেই যাবতীয় প্রমাণ আছে প্রকৃত ঘটনা কি আছে, একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ ধরনের নোংরা মিথ্যে ঘটনা সাজানো এবং বহিরাগত দুষ্কৃতী কলেজের মধ্যে নিয়ে এসে কর্তব্যরত অধ্যাপককে এভাবে অকথ্য গালিগালাজের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। শান্তিপুর থানায় ওই ৪ ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপকের স্ত্রী তাদের পরিবারের নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন বলে জানিয়েছেন, তিনি বলেন, এই দুষ্কৃতীদের পেছনে একজন রয়েছে তার নাম তদন্তের স্বার্থে এখনই বলতে পারছি না, তবে শান্তিপুর থানায় তদন্তকারী অফিসারের কাছে নিশ্চয়ই জানাব।

তবে অধ্যাপককে নিগ্রহ নিয়ে অভিযুক্ত সকল ছাত্রই তোলাবাজির এই অভিযোগ অস্বীকার করে। তাদের দাবি মূলত নোংরা বিষয় ধামাচাপা দিতে তোলাবাজির মিথ্যে অভিযোগ হচ্ছে। একটা বচসা তৈরি হয়েছিল ঠিকই সেখানে ওই হট্টগোলের মাঝে স্যার নিজেই পড়ে যান এবং দরজায় লেগে মাথায় কিছুটা আঘাত প্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে কেউ স্যারের গায়ে হাত তোলেনি।

কিশোরীর শ্লীলতাহানি, ধৃত ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: এক কিশোরীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় কল্যাণী থানার পুলিশ ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ প্রদ্যুৎ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে কল্যাণী পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে।

ঘটনা সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তির বাড়ির সামনে বসে কিছু বাচ্চা ছেলে মেয়ে লুডো খেলছিল। এসময় ওই বয়স্ক ব্যক্তি একটি বছর বারোর মেয়েকে খাওয়ার লোভ দেখিয়ে ঘরে ডেকে নেয়। এরপর তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। হঠাৎই আরও শিশুর মা তাঁর বাচ্চাকে ডাকতে এসে বিষয়টি দেখতে পান। তিনি স্থানীয় ক্লাবের ছেলেদের খবর দিলে তাঁরা এসে বৃদ্ধকে আটক করে থানায় জানায়। নির্যাতিত শিশুকন্যাটির মা জানান, এর আগেও এধরনের দুষ্কর্ম করেছেন ওই বৃদ্ধ। তার উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেছেন তিনি। শুক্রবার কল্যাণী থানার পুলিশ ধৃতকে কল্যাণী আদালতে পাঠিয়েছে।

বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবসে খাবারের দোকানে হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ফুড সেফটি বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বর্ধমান থানার সহযোগিতায় শহরের বিবেকানন্দ কলেজ মোড় এলাকায় বিভিন্ন খাবারের দোকানে হানা দিয়ে বাসি খাবার ফেলে দেওয়া হয়। ফলের দোকানকে কার্বাইড ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং কার্বাইড ফেলে দেওয়া হয়।

বর্ধমান ফোরাম অফ সিটিজেন অ্যান্ড কনজিউমার প্রোটেকশনের সভাপতি কাজি মহম্মদ গোলাম মঈনুদ্দিন জানান, এভাবেই ক্রেতাদের সুরক্ষিত রাখতে খাদ্যের নিরাপত্তা একান্ত আবশ্যক। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার, ডেপুটি সিএমওএইচ উপিস্থিত ছিলেন। ড সুবর্ণ গোস্বামীর উদ্যোগে এবং পরামর্শে এই জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান এবং খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়। পথচলতি মানুষকে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সকলকেই লিফলেট বিলি করে সচেতন করা হয় এদিন।

গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(রেজিঃ নং- ৫৮, তাং- ১৯-০৩-১৯৬৩)
গ্রাম- নসিবপুর, পোঃ- নসিবপুর, জেলা- হুগলী

স্মারক সংখ্যা -১৭ তাং: ০৬ /০৬/২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সকল সদস্য/সদস্যা বৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, মহামান্য কোলকাতা হাইকোর্টের ২১/০৫/২০২৪ তারিখে ডব্লিউ.পি.এ নং ১৩৮৪৬, ২০২৪, মামলার রায় অনুসারে এবং তদানুযায়ী কোওপারেটিভ ইলেকশান কমিশন, প.ব., কর্তৃক প্রেরিত পত্র (স্মারক সংখ্যাঃ ১৬৯, তাংঃ ২৪/০৫/২০২৪) অনুযায়ী পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নং ১৩, তাং ০৭/০৫/২০২৪, এর আংশিক সংশোধন করা হইল। উক্ত সংশোধনী অনুযায়ী আগামী ০৯/০৬/২০২৪ তারিখের ডেলিগেট/ প্রতিনিধি নির্বাচন স্থগিত করা হইল। **উক্ত নির্বাচন আগামী ২৩/০৬/২০২৪ তারিখ, রবিবার, অনুষ্ঠিত হইবে।** সকল সদস্য/সদস্যা বৃন্দকে উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে। নিম্নে সংশোধিত আংশিক নির্বাচনী নির্ঘন্ট প্রকাশ করা হইল ।

---৪৫ জন প্রতিনিধির নির্বাচনী নির্ঘন্ট---

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	নির্বাচন ক্ষেত্র/ জোন
১	প্রতিনিধি নির্বাচন	২৩/০৬/২০২৪	বেলা ১১ টা হইতে বিকাল ৪ টা	মোল্লাসিমলা হাই মাদ্রাসা	জোন-১ ও জোন-২
				গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি, দিয়াড়া শাখা	জোন-৩
				ভান্ডারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়	জোন-৪
২	নির্বাচনের ভোট গণনা	২৩/০৬/২০২৪	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর	মোল্লাসিমলা হাই মাদ্রাসা	জোন-১ ও জোন-২
				গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি, দিয়াড়া শাখা	জোন-৩
				ভান্ডারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়	জোন-৪
৩	নির্বাচনের ফল প্রকাশ	২৩/০৬/২০২৪	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	উপরিউক্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সমূহ ও সমিতির মুখ্য কার্যালয়	

দ্রষ্টব্যঃ (১) একটি নির্দিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের সদস্য/ভোটার শুধুমাত্র ঐ নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটদান করতে পারবেন। (২) ভোটের দিন পরিচয়পত্র হিসাবে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত সচিত্র পরিচয়পত্রের যে কোন একটি অবশ্যই আনতে হবে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্বাচন এলাকা

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম ও নং	গ্রামের নাম	মোট সভ্য সংখ্যা	নির্বাচন যোগ্য প্রতিনিধির সংখ্যা	ভোট গ্রহন কেন্দ্র
১	জোন- ১	নসিবপুর, মোল্লাসিমলা	৮৬৪	১৭	মোল্লাসিমলা হাই মাদ্রাসা
২	জোন- ২	রসুলপুর, দুর্গারামপুর, ডাঁসী,	৪৩৬	৯	
৩	জোন- ৩	দিয়াড়া, গোবিন্দপুর, রামচন্দ্রপুর, মহম্মদপুর, পাহালামপুর, আজবনগর, বেড়।	৫৯৫	১২	গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি, দিয়াড়া শাখা
৪	জোন- ৪	পুরুষোত্তমপুর, সুন্দরপুর, ভাণ্ডারদহ, দেশাপাড়া।	৩৭০	৭	ভান্ডারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়

স্বা/- (সৌমেন মিত্র) অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটারনিং অফিসার গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্বা/- (গৌরাঙ্গ চৌধুরী) অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটারনিং অফিসার গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে সার্কুলার নং ডিএনবিএস(পিডি)/সিসি নং ১১/০২.০১/ ৯৯-২০০০ তারিখ ১৫.১১.১৯৯৯, ডিএনবিএস (পিডি).সিসি নং ৩৭৬/০৩.১০.০০১/২০১৩-১৪ তারিখ ২৬.০৫.২০১৪ এবং ডিএনবিআর (পিডি). সিসি.নং ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ তারিখ ০৯.০৭.২০১৫ অনুযায়ী অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী ভগীরথ পাসারির/ও ৪এ, রেনি পার্ক, বালিগঞ্জ, কলকাতা -৭০০০১৯, পেশা : ব্যবসা, **মেসার্স ঝালর ভিনকম প্রা লি**, রেজিস্টার্ড অফিস : ইউনিমার্ক এশিয়ান, ৫২/১, শেক্সপিয়র সরণি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা -৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হবে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট পরিচালন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানির উল্লিখিত ঠিকানায় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ডিএনবিএস, ১৫, এন এস রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা : ৭০০০০১ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ঝালর ভিনকম প্রা লি. এর পক্ষে
রমেশ কুমার লোধা
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭.০৬.২০২৪ (ডিন : ০১০৭৬৯১৭)

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)
ইউকো ব্যাঙ্ক
কৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চ (০৮৭৮)
নদিয়া, ইমেল : krishn@ucobank.co.in

পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অনুমোদিত অফিসার ইউকো ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চ, জোনাল অফিস দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান** ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ অধীনে **১৬.০৩.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা - দেবব্রত দে, পিতা প্রয়াত শ্রীশ চন্দ্র দে, আর এন টেগোর রোড, চাষাপাড়া, কৃষ্ণনগর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০১, প.ব. এ/সি নং - ০৮৭৮০৫১০০০৮০৯৬, ০৮৭৮০৬১০০২২৫৯৭ এবং ০৮৭৮০৬১০০২৭৮৯৯** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,৮৮,৩৪,৯৪২.১২ টাকা (এক কোটি অষ্টআশি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নশো বিয়াল্লিশ টাকা এবং বারো পয়সা) টাকা ২৯.০২.২০২৪ অনুযায়ী সুদ সহ** এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **দখল** নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৫ জুন ২০২৪ তারিখে**।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেন, **ইউকো ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চ, ১,৮৮,৩৪,৯৪২.১২ টাকা (এক কোটি অষ্টআশি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নশো বিয়াল্লিশ টাকা এবং বারো পয়সা) টাকা ২৯.০২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা ৮ সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নদিয়া জেলায়, থানা : কোতোয়ালি, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট জমির পরিমাণ ৪.০০ ডেসিমেল বা ২ কাঠা ৮ ছটাক বাস্তু, মৌজা : কৃষ্ণনগর, জেএল নং ০৯২, দাগ /প্লট নং ১০৭০২/১৪৪৬৫, খতিয়ান নং ২৫৪৪৮, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৫/১/ডি, শচীন সেন রোড, রাধা নগর লেন, কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন, থানা : কোতোয়ালি, রেজিস্টার অফিস :কৃষ্ণনগর, নদিয়া, দলিল নং ১-৩৩৭২; ভল্যুম নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ৩১৯-৩২৬, দলিল নং ৩৩৭২-২০০০ সালের (১৫.০২.২০০০)। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : দেবব্রত দে পিতা প্রয়াত শ্রীশ চন্দ্র দে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** হরিপদ দে এর ভবন, **দক্ষিণে :** অন্যান্যর সম্পত্তি, **পূর্বে :** সড়ক, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর সম্পত্তি।

তারিখ- ০৫.০৬.২০২৪ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার এবং চিফ ম্যানেজার
স্থান- কৃষ্ণনগর ইউকো ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর শাখা, নদিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি টি রোড আসানসোল
জেলা - পশ্চিম বর্ধমান (পব)
পিন - ৭১৩ ৩০১
ইমেল :a659@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে'** ভিত্তিতে ২৮.০৬.২০২৪ তারিখে **৩৯,৪৯,৮৯৫.০০ টাকা** (উনচল্লিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার আটশ পঁচানব্বই টাকা) টাকা **২৮.১২.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ ১৪.১০.২০২২ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) মেসার্স বি বি উদ্যোগ, স্বত্বাধিকারী শ্রী কাঞ্চন ব্যানার্জি,** পিতা শ্রী পঙ্কজ কুমার ব্যানার্জি, ফ্ল্যাট নং ২৬, ৫ম তল, সুপ্রিয়া অ্যাপার্টমেন্ট, আপকার গার্ডেন, আসানসোল-৭১৩৩০৪ কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা ঙ) দখলের ধরন
১	ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স বি বি উদ্যোগ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কাঞ্চন ব্যানার্জি, পিতা শ্রী পঙ্কজ কুমার ব্যানার্জি, ফ্ল্যাট নং ২৬, ৫ম তল, সুপ্রিয় অ্যাপার্টমেন্ট, আপকার গার্ডেন, আসানসোল : ৭১৩৩০৪। জামিনদাতা : শ্রী বিশ্বজিৎ মাজি, পিতা প্রয়াত হারাধন মাজি, প্লট নং ১৭, করুণাময়ী হাউসিং এস্টেট, এক্সাইজ কলোনির পিছনে,আসানসোল,বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১৩৩০৫। জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রীমতি রিঙ্কু ব্যানার্জি স্বামী শ্রী কাঞ্চন ব্যানার্জি, পিতা প্রয়াত হারাধন মাজি, ফ্ল্যাট নং ২৬, ৫মতল, সুপ্রিয় অ্যাপার্টমেন্ট, আপকার গার্ডেন, আসানসোল : ৭১৩৩০৪। খ) আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২৬, পঞ্চমতলে, উক্ত "সুপ্রিয়া অ্যাপার্টমেন্ট", দুই বেড রুম,এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, এক ব্যালকনি, দুই টয়লেট ইত্যাদি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৬০ বর্গফুট সংশ্লিষ্ট সকল ফিটিংস, ফিক্সচার, বৈদ্যুতিক ফিটিংস, সংযোগ, সুপিধা ইত্যাদি সহ এবং একটি কার পার্কিং গ্যারাজ নং ৬, এরিয়া ১৪২ বর্গফুট এবং দ্বিচক্র যানের পার্কিং স্পেস এরিয়া ২০ বর্গফুট একতলায় উক্ত ভবন/অ্যাপার্টমেন্টে এবং উক্ত সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ জমির উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-৬৫০৯ তারিখ ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, **সম্পত্তি শ্রীমতি রিঙ্কু ব্যানার্জি,** স্বামী শ্রী কাঞ্চন ব্যানার্জি এবং পিতা প্রয়াত হারাধন মাজির অনুকূলে, জেলা: বর্ধমান, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), চৌকি এবং অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস আসানসোল, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, জেএল নং ২০ আসানসোল পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ অধীন, সিএস প্লট নং ৩৩, সিএস খতিয়ান নং ৪৪৮০, আরএস প্লট নং ৫৫৬, আরএস খতিয়ান নং ১৪৯২০, পরিমাণ ১১ কাঠা ৫ ছটাক জমি এবং তদস্থিত পাঁচতলা ভবন (জি-৪) "সুপ্রিয়া অ্যাপার্টমেন্ট", আপকার গার্ডেন, আসানসোল, সমুদয় ফ্ল্যাট, গ্যারাজ, দ্বিচক্র যানের পার্কিং স্পেস ইত্যাদি সমন্বিত। **"সুপ্রিয়া অ্যাপার্টমেন্ট"এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : শ্রী ব্যানার্জির জমি এবং ভবন আরএস প্লট নং ৫৫৭, পূর্বে :শ্রী নাগের জমি এবং ভবন আরএস প্লট নং ৫৫৯, পশ্চিমে : শ্রী ব্যানার্জির জমি এবং ভবন আরএস প্লট নং ৫৫৫।	৩৯,৪৯,৮৯৫.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার আটশ পঁচানব্বই টাকা) ২৮.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ১৪.১০.২০২২ থেকে	ক) ২২,৫০,০০০ টাকা (*) (বাইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) ২,২৫,০০০.০০ টাকা (দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) গ) ৪০,০০০.০০ (চল্লিশ হাজার টাকা) ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৬.২০২৪ থেকে ২৬.০৬.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৮.০৬.২০২৪ সময় - সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।

সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০ ৬১৩১"** যোগাযোগ করুন। **ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৭.০৬.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : আসানসোল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আসানসোলে তৃণমূলের জয়ের পরও পুরনিগমের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দাসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়াকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। কিন্তু তৃণমূলের এই জয়ে খুশি নন তৃণমূলের রাজ্যনেতা ভি শিবদাসন দাসু।

আগাগোড়া সোজা কথা বলা এই নেতা দাবি করেন, ভোটের ফলাফলে যা দেখা গিয়েছে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে পুরনিগমের অন্তর্গত অধিকাংশ ওয়ার্ড হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। যা দলকে চিন্তিত করেছে। আসানসোলের দলীয় নেতৃত্বের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান বিজেপি জেলা সভাপতির দাবি, আসানসোল পুরনিগমের প্রথম সারির নেতারা, যাঁরা বড়াই করে বলছেন তৃণমূল জিতেছে, তাঁরা তাঁদের কঙ্কালসার চেহারা গেঞ্জির মধ্যে ঢেকে রেখেছেন। কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই পরাজিত। এনিয়ে মেয়র বিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের মানুষের কাছে আরও পৌঁছনো দরকার।'

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল কেন্দ্রে পাণ্ডবেশ্বর বারাবনি, জামুড়িয়া, রানিগঞ্জ, আসানসোল উত্তর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলকে লিড দিতে পারলেও কুলটি ও আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে তারা পিছিয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, আসানসোল পুরনিগমের অন্তর্গত ৭০টিরও বেশি ওয়ার্ডে পিছিয়ে আছে তৃণমূল। একমাত্র মেয়র পারিষদ হিসাবে সুব্রত অধিকারী, লিড দিলেও পুরনিগমের বাকি মেয়র পারিষদ বরো চেয়ারম্যান এবং অধিকাংশ কাউন্সিলর লিড দিতে ব্যর্থ হন। এমনকি আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় তিনিও তাঁর ওয়ার্ডে বিজেপিকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হন।

ফাইল চিত্র

লোকসভায় আসানসোলেও গো-হারা সিপিএম, লালদুর্গ জামুড়িয়ায়ও তলানিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: আগেই হয়ে গিয়েছে পঞ্চায়েত ভোট, পঞ্চায়েত ভোটের নানান সন্ত্রাসের অভিযোগ সত্ত্বেও নিজেদের একটা সম্মানজনক জায়গা ধরে রাখতে পেরেছিল লাল ব্রিগেড। কিন্তু এবারের লোকসভা ভোটে আসানসোল কেন্দ্রে গো হারা হেরে তিন নম্বরে পৌঁছল সিপিএম দল। কেন এমন হল দলের অন্দরেই চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

এবারের আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, বিজেপির টিকিটে আসানসোল কেন্দ্র থেকে লড়েছেন সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া ও সিপিএমের হয়ে প্রার্থী ছিলেন জাহানারা খান। আসানসোল কেন্দ্রে জয়লাভ করেছেন তারকা প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের প্রশ্ন একটাই, লালদুর্গ বলে পরিচিত জামুড়িয়ার বেশ কয়েকটি সংসদে একেবারে তলানিতে ঠেকেছে সিপিএমের ভোট। ৬ মাস আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জামুড়িয়ার দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৪টি গ্রাম সংসদে সিপিএম প্রার্থীরা জিতেছিলেন। ২০২৪ সালে দেখা গেল পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএমের জেতা ১৪টি গ্রাম সংসদে বিজেপি জিতেছে। আসানসোল পুরনিগমের ১ থেকে ১২ এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ডটি জামুড়িয়া এক নম্বর বরোর অন্তর্গত।

জামুড়িয়ার কর্পোরেশন এলাকায় তৃণমূল পেয়েছে ৩৭৪১৮ টি ভোট, বিজেপি পেয়েছে ৩৪০৪১, সেখানে সিপিএম পেয়েছে ১১৪৮৬ টি ভোট। এছাড়াও নিজের ভোটদান কেন্দ্রে ও অঞ্চলে তৃতীয় স্থানে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী জাহানারা খান। নিজের ভোটদান কেন্দ্র কেঁন্দা ২২৫ নম্বর বুথে ভোট পেয়েছেন মাত্র ৪ টি। এই বুথে যথাক্রমে তৃণমূল ও বিজেপি পেয়েছে ২৫০ ও ১৬৮টি ভোট। জাহানারা খান জামুড়িয়া বিধানসভার কেঁন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইস্ট কেঁন্দা এলাকায় ইসিএল আবাসনে থাকেন। সেই ইস্ট কেঁন্দা হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের ২২৫ নম্বর বুথে তিনি ভোট দিয়ে থাকেন। তা ছাড়াও পাশের পড়াশিয়া এলাকায় তিনি একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষিকাও বটে।

পরিসংখ্যান বলছে, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে মোট সাতটি বিধানসভা রয়েছে, তার মধ্যে জামুড়িয়া বিধানসভাটি লালদুর্গ বলে পরিচিত ছিল। সেখানে মোট দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৩টি ওয়ার্ড রয়েছে। হিজলগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ভোটার ১৩,২৭৬ জন, ভোট দিয়েছেন ১০৮৫৪, টিএমসি ৪১৫৪, বিজেপি ৪৫২৩, সিপিএম ১৬২৩ পেয়েছে। ৩৬৯ ভোটে লিড বিজেপির। চিচুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে টিএমসি পেয়েছে ৪৬২৩ ভোট, বিজেপি ৩৫০৯, সেখানে সিপিএম ১০৭৪ টি ভোট। তৃণমূল ১১১৪ ভোটে অন্যদের থেকে এগিয়ে।

ডোবরানা গ্রাম পঞ্চায়েতে টিএমসি পেয়েছে ২১০৫ ভোট, বিজেপির ঝুলিতে ১৯১১টি ভোট ও সিপিএম পেয়েছে মাত্র ৮৮৮টি ভোট। ১৯৪ ভোটে এগিয়ে টিএমসি। কেঁন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতে টিএমসি পেয়েছে ৩০০২, বিজেপি ১৭১০ ও সিপিএম পেয়েছে মাত্র ৪৯০টি ভোট। তৃণমূল এগিয়ে ২৯২ ভোটে। পড়াশিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের ঝুলিতে ২১২৭ টি ভোট, বিজেপি ২৫৩৪, সিপিএম পেয়েছে ৫২৯টি ভোট। এখানে ৪০৭ ভোটে এগিয়ে বিজেপি।

বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে টিএমসি ৩১৯৫ বিজেপি ৩২৮৩ ও সিপিএম ১২৮৪। এখানেও ৮৮টি ভোটে এগিয়ে বিজেপি। শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল পেয়েছে ৭০৮৮, বিজেপি ২৬২৭ ও সিপিএম পেয়েছে ৭৭২ টি ভোট। তৃণমূল অন্যদের থেকে এগিয়ে ৪৪৬১ ভোটে। তপসি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল পেয়েছে ২৫৫২টি ভোট, বিজেপি ১৪৮৮টি ও সিপিএম ৬৪৩ ভোট পেয়েছে এখানে। এখানেও ১০৬৪ ভোটে এগিয়ে তৃণমূল।

মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে টিএমসি-৩১৩৮, বিজেপি ২২১০, সিপিএম ৯৯৬ টি ভোট পেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে ৯২৮ ভোটে। চুরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে টিএমসি ৩৭১২, বিজেপি ৪০৮২ ও সিপিএম পেয়েছে মাত্র ১৬৬১টি ভোট। এখানে ৩৭০ ভোটে এগিয়ে বিজেপি। এই পরিসংখ্যান থেকে এটা পরিষ্কার হল যে পঞ্চায়েত ভোটে যে ভাবে সিপিএম তাদের ভোটব্যাংক ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল হঠাৎ করে এ ভাবে লোকসভা ভোটে তাদের ভোট ব্যাংকে ধস চিন্তার বিষয় বলে রাজনৈতিক মহলের জল্পনা।

লালদুর্গ বলে পরিচিত জামুড়িয়ার যে সমস্ত সংসদগুলিতে এবার বিজেপি তাদের ভোট ব্যাংক বাড়িয়েছে, তাতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সিপিএমের ভোট বুমেরাং হয়ে বিজেপিতে পড়েছে। যদিও সিপিএম বা বিজেপি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে সে ভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে।

দলের এই করুন পরিস্থিতি কেন? জামুড়িয়ার সিপিএম নেতা তাপস কবি জানান, দলের ভেতরে হারের কারণ নিয়ে মূল্যায়ন চলছে। পঞ্চায়েতে নির্বাচনে তৃণমূলের সন্ত্রাস সত্ত্বেও ১৪ টি গ্রাম সংসদ জয়ী হয়েছিল সিপিএম। কিন্তু কী কারণে সেই সমস্ত সংসদে বিজেপি জয়ী হল, সে নিয়ে দলের অন্দরে মূল্যায়ন চলছে। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী জাহানারা খান জানান, এই নির্বাচনে রাজ্য ও কেন্দ্রের দুর্নীতি, বেকারত্ব সামাজিক অবক্ষয় মানুষের মনে দাগ কাটতে পারেনি। লক্ষীর ভান্ডারের মতো রাজ্য সরকারের জনমোহিনী নীতি মানুষকে প্রভাবিত করেছে। জনগণের এই রায় তাঁরা মাথা পেতে নিয়েছেন। সিপিএম দল রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

চুরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান প্রদীপ মুখোপাধ্যায় জানান, জামুড়িয়াতে সিপিএম দল বলে কিছু নেই যারা সিপিএম তারাই বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের শতাংশ এই নির্বাচনে বেড়েছে, কিন্তু সিপিএমের ভোট বিজেপিতে চলে যাওয়ায় বিজেপির ভোটের শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্কিলড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বানানোর ব্যতিক্রমী উদ্যোগ কাকলির

সুমন তালুকদার

বারাসাত: চতুর্থ বারের জন্য সাংসদ হয়েই হাতে কলমে কাজ করার শিক্ষাকেন্দ্র অর্থাৎ স্কিলড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বানানোর উপর জোর দেওয়ার উদ্যোগ নিতে চলেছেন বারাসাত লোকসভার সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি বলেন, স্কিলড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের মধ্যে দিয়ে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করার হবে। সেক্ষেত্রে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে তার সার্বিক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা চলছে। পাশাপাশি নিয়ম মাফিক অন্যান্য উন্নয়ন চলবে। প্রসঙ্গত, পরপর চারবার বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে ইতিমধ্যে রেকর্ড করেছেন কাকলি। এবার ১,১৪, ১৮৯ ভোটি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির স্বপন মজুমদারকে তিনি হারিয়েছেন। সদ্য জয় পেয়েই তিনি বারাসাত লোকসভা এলাকার মানুষের জন্য ব্যতিক্রমী উন্নয়ন নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন। তিনি এদিন বলেন, ঘরে ঘরে পানীয় জল, আলো, সিসি ক্যামেরা, রাস্তাঘাট, ড্রেন সহ অন্যান্য উন্নয়ন হয়ে গেছে। সামান্য কিছু জায়গায় বাকি আছে। সেই সব জায়গায় উন্নয়ন যেমন করা হবে তেমনই কিছু এডুকেশোনাল ইন্সটিটিউট তৈরি করা হবে। ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ে কর্মসংস্থানের উদ্যোগও নেওয়া হবে। তবে একাধিক স্কিলড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বানিয়ে যুব সম্প্রদায়কে ট্রেনিং দিয়ে তাদের কাজ বা চাকরির পথকে সুগম করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার হবে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়ার সাংসদের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হিসেবে কাকলি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত উন্নয়ন ও জনমুখি প্রকল্পের পরেও আমাদের কিছু কিছু জায়গায় হার হয়েছে। বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে কেউ কেউ সহযোগিতায় করেছে। আমরা জানি কারা কারা এই কাজ করেছে। ভোট পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দলগতভাবে তার বিশ্লেষণ করে সাংগঠনকে আরও মজবুত করব। যাতে আগামীদিনে গেরুয়া সন্ত্রাসে লাগাম টানা যায় বলে এদিন জানান ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

কাউন্সিলরের স্বামী সহ অনুগামীদের মারধরের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কালনার নেপপাড়া এলাকায় জ্ঞান আনন্দ আশ্রমের কাছে কালনা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামী সহ তাঁর অনুগামীদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় এলাকারই একটি ক্লাবের কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পর ঘটনাস্থলে তদন্তে পৌঁছয় কালনা থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্মৃতি বিজড়িত কালনার জ্ঞান আনন্দ মঠের পিছন অংশে, মঠের বাউন্ডারির বাইরে একটি ক্লাবঘর রয়েছে। যদিও সেই ক্লাবঘরে যাতায়াতের জন্য জ্ঞান আনন্দ মঠের জায়গা ব্যবহার করে ক্লাবের ছেলেরা বেশিরভাগ সময়। প্রতিদিন রাত বাড়তেই সেখানে মদ খাওয়া থেকে শুরু করে নানান রকম অসামাজিক কাজকর্ম চলে বলে অভিযোগ। আর এই নিয়েই বৃহস্পতিবার রাতে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মঞ্জু শর্মা সরকার, স্বামী সৌমেন শর্মা সরকার সহ তাঁর বেশ কিছু অনুগামী জ্ঞান আনন্দ মঠের মহারাজের সঙ্গে কথা বলতে সেখানে উপস্থিত হন।

সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পরই স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাদেরকে আটকে প্রশ্ন করতে থাকেন। এই নিয়ে বচসা শুরু হয়। সেই সময় কাউন্সিলরের স্বামী সৌমেন শর্মা সরকারকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। একই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে থাকা দু'জনও আক্রান্ত হয় বলে দাবি সৌমেনবাবুর। ঘটনার তদন্তে কালনা থানা পুলিশ।

যদিও এই প্রসঙ্গে জ্ঞানানন্দ আশ্রমের মহারাজের দাবি, ঝামেলা অশান্তির একটি ঘটনা শুনেছেন। পুলিশ তদন্তে এসেছিল। অভিযুক্ত কাউকে না পাওয়া গেলেও, এক অভিযুক্তের মা জানিয়েছেন, তাঁর ছেলেকেই মারধর করছিল বেশ কয়েকজন, তাঁর ছেলেকে তিনি ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। যা অভিযোগ করা হচ্ছে ঘটনাটি তার উলটো বলে দাবি তাঁর।

মেদিনীপুরে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেও। মেদিনীপুর লোকসভার নারায়ণগড়, পিংলা, কেশিয়াড়ির পাশাপাশি মেদিনীপুর সদরেও বিজেপি কর্মীদের আক্রান্ত হতে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আক্রান্তদের দেখতে জেলা কার্যালয়ে এসে আফশোস করলেন অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন, ভোট গণনার শেষের দিকে বিজয়ী বন্ধু জুন মালিয়ার সঙ্গে দেখা করে তাকে শুভেচ্ছা জানানোর পর যাতে ভোট পরবর্তী হিংসা না হয় সেজন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু সেই কথা রাখেননি জুন। ভোট গণনার পর থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক হিংসা। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রেও সমানে চলছে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস। মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হতে হচ্ছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। আক্রান্তরা ঘর ছেড়ে ঠাঁই নিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। অনেকেই বিজেপির কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। জীবন বাঁচাতে ৫ জুনের রাত থেকেই কার্যালয়ে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে বিজেপি কর্মী, নেতৃত্ব এবং সমর্থকরা। এই সমর্থকরা এখানেই রান্নাবান্না করে কোনও রকমে জীবন বাঁচাতে চলে এসেছেন। তাদের দেখতে মেদিনীপুর কার্যালয়ে আসেন অগ্নিমিত্রা পল। তিনি তাদের খোঁজখবর নেন, পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং যেকোনো প্রয়োজনে তাকে ফোন করার বার্তাও দিয়ে যান। তিনি আশ্বাস দেন সবসময় তিনি পাশে রয়েছেন। তিনি দীর্ঘ দু'মাস এখানে থাকবেন।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে এখানে। প্রয়োজনে বছর ভর এই জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, প্রথমেই জুন মালিয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছি। তাকে আবেদন করেছিলাম, আমাদের লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পরবর্তী হিংসা যেন না ঘটে। কিন্তু বন্ধু জুন মালিয়া সে কথা রাখেনি। তবে আমরাও কারো ভরসার উপর থাকতে চাইছি না আমরা নিজের ব্যবস্থা নিজেরা করে ফেলব।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত ১, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। গুরুতর আহত আরও এক বাইক আরোহী চিকিৎসাধীন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার বসন্তপুরে ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় দুই কিশোর। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা এক কিশোরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর এক কিশোর গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃত ওই কিশোরের নাম জায়দুল শেখ। বয়স আনুমানিক ১৫ বছর। মৃতের বাড়ি মন্তেশ্বর থানার ভান্ডারপুর গ্রামে। গুরুতর আহত অপর কিশোরের নাম রমজান শেখ, বয়স আনুমানিক ১৬ বছর। তার বাড়ি মেমারি থানার বড় পলাশন ১ নম্বর অঞ্চলের গয়েশপুর গ্রামে।

এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ বাইকে চড়ে কুসুম গ্রামের দিকে যাওয়ার পথে বসন্তপুর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ডাম্পার বাইকে ধাক্কা মারে। দুই জনই রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়রা ওই এলাকায় পাকা রাস্তার ওপরে বাম্পার করার দাবিতে প্রায় এক ঘণ্টা পথ অবরোধ করে রাখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

বিজেপি কর্মীর দোকানে ভাঙচুর ও মারের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোতুলপুর থানার মাধবগঞ্জ বাজারে বিজেপি কর্মীর দোকানে ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। এটি ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল বলে দাবি তৃণমূলের।

কোতুলপুর ব্লকের লেগো গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধবগঞ্জ বাজারে বিজেপি কর্মী পিণ্টু মণ্ডলের একটি দোকান রয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, কিছু তৃণমূল আশ্রত দুষ্কৃতী হঠাৎ করেই তাঁর দোকানে ভাঙচুর চালায় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে আসে। যদিও ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনেছে বিজেপি। সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কয়েকজন ব্যক্তি একজনকে মারধর করছেন এবং দোকানে ভাঙচুর চালাচ্ছেন। ঘটনার কথা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে দাবি বিজেপির।

সমগ্র ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কোতুলপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তরুণ কুমার নন্দীগ্রামী। তাঁর দাবি, এখনও পর্যন্ত কোতুলপুর ব্লকে কোনও বাড়িতে বিজেপি কর্মীর ওপর আক্রমণ করেনি তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন যে ঘটনা ঘটেছে এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং সৌমিত্র খাঁ যে টাকা পয়সা দিয়েছেন, সেই টাকাপয়সা কর্মীদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। কেউ কম পেয়েছেন কেউ বেশি পেয়েছেন ওদের। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আজকে প্রকাশ পাচ্ছে। নিজেরা এ ধরনের কাজ করে তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলছে। এটাই বিজেপির কালচার, এটাই বিজেপির সংস্কৃতি।

প্রতারণার অভিযোগে এক মহিলা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিদেন, বালুরঘাট: প্রতারণার অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল বংশীহারী থানার পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বংশীহারী থানার পুলিশের তরফে।

জানা গিয়েছে, প্রতারণার অভিযোগে ধৃত ওই মহিলার নাম শ্রাবণী সাহা। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত সুভাষপল্লি এলাকায়। অভিযোগ, নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে মাসিক চুক্তিতে বিভিন্ন লোকেদের কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া নিতেন ওই মহিলা। পরবর্তীতে কয়েকজন গাড়ির মালিককে মাসিক চুক্তিতে গাড়ি ভাড়ার টাকা দিলেও অনেক গাড়ির মালিককেই তিনি টাকা দেননি বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে গাড়ির মালিকদের টাকা দেওয়ার নাম করে ঘোরাতেন তিনি। আরো অভিযোগ, ওই মহিলা অনেক ক্ষেত্রেই ভাড়ার নাম করে নেওয়া গাড়িগুলো অন্য লোকেদের কাছে অল্প দামে বিক্রি করে দিতেন। বিষয়টি জানতে পেরে গাড়িগুলোর প্রকৃত মালিকেরা ওই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তার কাছ থেকে কোনও সদুত্তর না পেয়ে বংশীহারী থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতেই তদন্ত নেমে বংশীহারী থানার পুলিশ ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে।

এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, 'লিখিত অভিযোগ পেয়ে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি মূলত বিভিন্ন লোকেদের কাছে গাড়ি ভাড়া নেওয়ার নাম করে গাড়ি নিয়ে অন্য লোকেদের কাছে বিক্রি করে দিতেন। নির্দিষ্ট ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজ করা হয়েছে। গাড়িগুলি উদ্ধারে চেষ্টা করা হচ্ছে।'

মন্দিরের প্রণামী বাক্স চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: ভোট মিটতেই চুরি। জানালার কাঁচ ভেঙে মন্দিরের প্রণামী বাক্স থেকে টাকা চুরি, চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি অশোকনগর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যপাড়া এলাকায়। স্থানীয় দুই মহিলা শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ফুল তুলতে গিয়ে দেখে মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভাঙা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় অশোকনগর থানায়। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিছুটা দূরে একটি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেছে দেখা যাচ্ছে রাত আড়াইটে নাগাদ এক ব্যক্তি সাইকেলে করে এসে জানালার কাঁচ ভেঙে প্রণামী বাক্স ভাঙে। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে তদন্ত করছে পুলিশ। আনুমানিক ১১-১২ হাজার টাকার মতো প্রণামী বাক্সে টাকা ছিল এমনটাই জানাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা। যা মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে কাজে লাগানো হয়। শহরের মধ্যে এই ভাবে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

অতি সস্তায় দেদার বিকচ্ছে মালদার উৎপাদিত লিচু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার বাজারে আম আসার আগেই লিচুতে ছেয়ে গিয়েছে। অতি সস্তায় দেদার বিকোচ্ছে মালদার উৎপাদিত লিচু। ফলন ভালো হওয়ায় খুশি চাষি থেকে বিক্রেতারা। এর পিছনে রাজ্য সরকারের উদ্যান পালন দপ্তরের সক্রিয় পরামর্শ ও সহযোগিতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন লিচু চাষিরা। তবে আগামী দিনে লিচু চাষের পরিমাণ বাড়াতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা জানিয়েছে উদ্যানপালন দপ্তর। উল্লেখ্য, এবছর আবহাওয়া খামখেয়ালিপনায় আমের ফলনে ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মাথায় হাত পড়েছে আম চাষি থেকে ব্যবসায়ীদের। কিন্তু সেই ঘাটতির খোরাক পূরণ করতে মালদার উৎপাদিত লিচু। এই গরমে সস্তায় এবার মিলছে রসালো ফল লিচু। মালদার বাজারে কোথাও কিলো হিসাবে আবার কোথাও পিস হিসাবে দেদার বিক্রি হচ্ছে লিচু। মালদা শহরের রথবাড়ি থেকে চিত্তরঞ্জন মার্কেট সঙ্গে মালদার ফুটপাত কার্যত দখল করে নিয়েছে লিচুর পসরা। দেশি প্রজাতির গুটি থেকে বোম্বাই প্রজাতির লিচু দেদার বিক্রি হচ্ছে মালদার বাজারে। দামও সস্তা এবারের লিচুর। কারণ, মালদার বাগানগুলিতে এবার ব্যাপক ফলন হয়েছে লিচুর। মালদার লিচু ইতিমধ্যে পাড়ি দিচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ ভিন রাজ্যে। মালদা শহরের বাজারে মাত্র ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে লিচু। তবে গুটি প্রজাতির লিচুর দাম কিছুটা কম রয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে পাকতে শুরু করেছে বোম্বাই প্রজাতির লিচু। জামাইষষ্ঠীর আগেই বাজারে অনেকটাই সস্তায় মিলছে লিচু। আগামী কয়েকদিনে বাজারে আরও বেশি পরিমাণে বিক্রি শুরু হবে বোম্বাই প্রজাতির লিচু। এই বছর লিচুর ফলন বেশি হয়েছে তাই অনেকটাই সস্তায় মিলছে এবার লিচু।

উদ্যানপালন দপ্তরের জেলা আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, জেলার কালিয়াচকের তিনটি ব্লকে সব থেকে বেশি লিচুর চাষ হয়। এছাড়াও ইংরেজবাজার, মানিকচক ও রতুয়া ব্লকে লিচুর চাষ হয়ে থাকে। চলতি মরশুম প্রথম থেকেই লিচু চাষের পক্ষে অনুকূল ছিল। এবছর মালদায় লিচুর রেকর্ড ফলন হয়েছে। এবছর প্রায় চোদ্দ হাজার মেট্রিক টন লিচু ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। এখন বাগানগুলিতে লিচু পাকতে শুরু করেছে। বিক্রিও শুরু হয়েছে বাজারে। প্রথম দিকে দাম বেশি থাকলেও বর্তমানে ধীরে ধীরে দাম কমতে শুরু করেছে। আগামী কয়েকদিনে মালদার বাজারে আরও কম দামে লিচু বিক্রি হতে পারে।

এনডিএ নেতা হয়েই বিরোধীদের তোপ মোদির

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: তৃতীয়বার এনডিএ নেতা নির্বাচত হয়েই কংগ্রেসকে তোপ দাগলেন নরেন্দ্র মোদি। হাত শিবিরকে একহাত নিয়ে তাঁর মন্তব্য, গত ১০ বছরে তো ১০০টি আসন জিততে পারেনি কংগ্রেস। তিনবারের লোকসভা মিলিয়ে হাত শিবির মোট যত আসন পেয়েছে, বিজেপি একাই ২০২৪ সালে সেই আসন পেয়েছে।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর শুক্রবার সংসদীয় বৈঠকে বসে এনডিএ। সংসদের সেন্ট্রাল হলের সেই বৈঠকে জোটের নেতা নির্বাচিত হন মোদি। প্রথমেই জোটের প্রশংসা করেন তিনি। নমোকে এদিন বলতে শোনা গেল, 'সরকার চালাতে প্রয়োজন হয় বহুমতের। দেশ চালাতে প্রয়োজন হয় সর্বমতের।' তবে লোকসভার প্রচারে বহু ব্যবহৃত 'মোদি গ্যারান্টি'র উল্লেখ করেননি তিনি। বরং নমোর মুখে উঠে এসেছে কংগ্রেসের 'গ্যারান্টি'র কথা। বিরোধীদের কটাক্ষ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেসের গ্যারান্টিতে ভরসা করে মহিলারা প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিতে পথে নেমেছেন। কিন্তু তাঁদের কথা শুনছে না কংগ্রেস।

নিজের ভাষণে কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করেন মোদি। তিনি বলেন, 'গত ১০ বছরে ১০০টি আসন জিততে পারেনি কংগ্রেস। ২০১৪, ২০১৯, ২০২৪-তিনটি নির্বাচন মিলিয়ে কংগ্রেস যত আসন পেয়েছে, তার থেকে বেশি আসন এবারে জিতেছে বিজেপি।' মোদি আরও মনে করিয়ে দেন, ইভিএমে কারচুপি হচ্ছে বলে দাবি করেছিল হাত শিবির। কিন্তু জনাদেশ বুঝিয়ে দিয়েছে, ইভিএমে কোনও ত্রুটি নেই। এমনকী বিদেশ সফরে গিয়ে রাহুল গান্ধির 'ভারতে গণতন্ত্র নেই' মন্তব্যকেও খোঁচা দিয়েছেন মোদি।

কেবল কংগ্রেস নয়, ইন্ডিয়া জোটকেও স্রেফ 'ছবি তোলার জোট' বলে খোঁচা দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছর দেশের উন্নয়নে নয়া মন্ত্র গ্রহণ করবে সরকার। রিফর্ম-পারফর্ম-ট্রান্সফর্ম আদর্শের পাশাপাশি এনডিএ গড়ে তুলবে দুর্নীতিমুক্ত সরকার। উন্নত ভারত গড়ে তোলারও ডাক দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, ১৪০ কোটি দেশবাসীর স্বপ্নপূরণ করতে প্রাণপন চেষ্টা করবেন।

বিজেপির করা মানহানির মামলায় জামিন পেলেন রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: একটি মানহানির মামলায় জামিন পেলেন রাহুল গান্ধি। শুক্রবার তাঁকে জামিন দিয়েছে বেঙ্গালুরুর একটি আদালত। আদালতের রায় ঘোষণার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাহুল। সরকার গড়ার জায়গায় না থাকলেও গত দু'বারের তুলনায় বেশ খানিকটা ভাল ফল করেছে কংগ্রেস। চমকে দেওয়ার মতো ফল করেছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'ও। এই পরিস্থিতিতে ভোট-সাফল্যের পাশাপাশি রাহুল আদালতেও স্বস্তি পেলেন।

রাহুলের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছিল কর্নাটক বিজেপি। গত বছর সে রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের তরফে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। কর্নাটকের সব ক'টি প্রথম সারির সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই বিজ্ঞাপনে দাবি করা হয়, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সেখানকার বিজেপি সরকার 'বড় মাত্রা'র দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পরেই বিজেপি সাংসদ এস কেশব প্রসাদ কংগ্রেস নেতা ডিকে শিবকুমার, সিদ্দারামাইয়া এবং রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করেন। ওই সাংসদ দাবি করেছিলেন, কংগ্রেসের বিজ্ঞাপনের কারণে বিজেপি তো বটেই, কর্নাটকের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাইয়ের সম্মানহানি হয়েছে।

গত ১ জুন এই মামলায় জামিন পেয়েছেন কর্নাটকের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার। কিন্তু নিম্ন আদালতের বিচারক কেএন শিবকুমার রাহুলকে সশরীরে হাজিরা দিতে বলেছিলেন। রাহুল হাজিরা দেওয়ার পর শুক্রবার জামিন পেলেন তিনিও।

ফের মোদি সরকার, শেয়ার বাজার ঊর্ধ্বমুখী

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি ম্যাজিক ফিগার না ছুঁলেও এনডিএ জোট মজবুত। এই প্রেক্ষাপটে রীতিমতো জোয়ার এসেছে শেয়ার বাজারে। একলাফে সেনসেক্স বেড়েছে প্রায় এক হাজার ৬০০ পয়েন্ট।

শুক্রবার বাজার খুলতেই আশার আলো দেখতে পান লগ্নিকারীরা। শুরু থেকেই সূচক ছিল ঊর্ধ্বমুখী। সেনসেক্স ও নিফটি খোশমেজাজ যে অনেকটাই রাজনৈতিক সমীকরণের উপর দাঁড়িয়ে তা একবাক্যে মেনে নিয়েছেন বাজার বিশ্লেষকরা। এদিন তৃতীয়বার এনডিএ সরকার আসা নিশ্চিত হলে কার্যত জোয়ার আসে শেয়ার বাজারে। ১ হাজার ৬১৮ পয়েন্ট বেড়ে সেনসেক্স দাঁড়ায় ৭৬ হাজার ৬৯৩ পয়েন্টে। নিফটির উত্থান ছিল ৪৬৮ পয়েন্ট। বেলাশেষে ২৩ হাজার ২৯০ পয়েন্টে থামে সূচক।

৪ জুন, মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা শুরু হতেই বড়সড় ধস নামে শেয়ার বাজারে। তখনই মাথায় হাত পড়ে লগ্নিকারীদের। কিন্তু বুধবার সকালের পর থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটে। কারণ ততক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও ফের সরকার গঠন করছে বিজেপি। জোট শরিকদের সঙ্গে নিয়ে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। এর পরই বাড়তে শুরু করে সূচক। ঘুরে দাঁড়ায় শেয়ার বাজার।

ভবিষ্যদ্বাণী ভুল, পিছু হঠলেন পিকে

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: পর পর ৩ বার মিললেও এবার ডাহা ফেল করে গেলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো দূর, এবার এনডিএ শরিকদের সঙ্গে নিয়ে কোনওমতে সরকার গড়েতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। বিজেপির আসন সংখ্যা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী না মেলায় এবার ভুল স্বীকার করে পিছু হঠলেন প্রশান্ত কিশোর। জানালেন, সংখ্যাতত্ত্বের খেলায় আর কখনও নামবেন না তিনি।

সংবাদ মাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের ভুল মেনে নিয়ে প্রশান্ত কিশোর বলেন, 'এ কথা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে বিজেপি যত আসন পাবে বলে আমি জানিয়েছিলাম তা মেলেনি। আমি বলেছিলাম বিজেপি ৩০০-এর কাছাকাছি আসন পাবে। কিন্তু অনুমান ভুল প্রমাণ করে বিজেপি এবার ২৪০ টি আসন পেয়েছে।' একইসঙ্গে পিকে বলেন, 'আমি এটাও বলেছিলাম বিরোধীদের দিক থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতেও এবার ভালো ফল করবে বিজেপি। সেদিক থেকে সংখ্যার হিসেবে আমার বক্তব্য অবশ্যই ভুল প্রমাণ হয়েছে, কিন্তু যদি সংখ্যার বাইরে গিয়ে দেখেন আমি একেবারে ভুল বলিনি।'

কঙ্গনাকে চড় মারা জওয়ানের সমর্থনে পথে নামছেন কৃষকেরা

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতকে চড় মেরে শ্রীঘরে অভিযুক্ত সিআইএসএফ জওয়ান কুলবিন্দর কউর। এ বার তাঁর সমর্থনেই পথে নামছেন কৃষকেরা। একাধিক কৃষক সংগঠনের তরফে দাবি, যেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও অযৌক্তিক পদক্ষেপ করা না হয়। আগামী ৯ জুন একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেছেন কৃষকেরা।

পঞ্জাবের মোহালির রাস্তায় নেমে রবিবার প্রতিবাদ জানাবেন কৃষকেরা। এক 'ইনসাফ' যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। কৃষক সংগঠনগুলির দাবি, বিমানবন্দরে যে ঘটনা ঘটেছে তার সঠিক তদন্তের প্রয়োজন। কেন এমন ঘটনা হল, তা খতিয়ে দেখেই ব্যবস্থা নেওয়া হোক; দাবি কৃষকদের। সম্মিলিত কিষাণ মোর্চা, কিষাণ মজদুর মোর্চার তরফে শুক্রবার জানানো হয়, তারা কুলবিন্দরের সমর্থনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। সম্মিলিত কিষাণ মোর্চার এক নেতা জগজিৎ সিং ডাল্লেওয়াল বলেন, 'আমরা সঠিক তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। মহিলা কনস্টেবলের সঙ্গে কোনও অবিচার করা উচিৎ নয়।' মোহালির এসপি অফিসের সামনে রবিবার 'ইনসাফ' যাত্রা বার করবেন কৃষকেরা।

বৃহস্পতিবার দিল্লিগামী বিমান ধরার জন্য চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন কঙ্গনা। নিরাপত্তা তল্লাশির সময়ে ওই সিআইএসএফ কনস্টেবলের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। অভিযোগ, কঙ্গনা নিজের মোবাইল তল্লাশির জন্য নির্দিষ্ট ট্রে-তে রাখতে চাননি। এর পরই মহিলা নিরাপত্তারক্ষী এসে কঙ্গনাকে সপাটে চড় মারেন বলে অভিযোগ। কুলবিন্দর নিজে স্বীকারও করেছেন সে কথা। এ-ও জানিয়েছেন, ২০২০ সালে কৃষক আন্দোলন নিয়ে কঙ্গনার পুরনো মন্তব্যের জন্য এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'তিনি একটি মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, কৃষকেরা ১০০ টাকার বিনিময়ে সেখানে বসে রয়েছেন। তিনি কি সেখানে গিয়ে বসে থাকবেন? তিনি যখন এ সব বলেছিলেন, তখন আমার মা সেখানে গিয়ে বসে প্রতিবাদ করছিলেন।'

কৃষক আন্দোলন চলাকালীন কঙ্গনা এক বার বলেছিলেন, ১০০ টাকার বিনিময়ে আন্দোলন করতে বসেছেন কৃষকেরা। এই মন্তব্যের জেরেই কঙ্গনাকে চড় মেরেছেন বলে জানিয়েছেন কুলবিন্দর। চণ্ডীগড় থেকে বিমান ধরে দিল্লি বিমানবন্দরে নেমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান কঙ্গনা। তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তার পরই অভিযুক্ত কুলবিন্দরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বৃহস্পতিবারই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। শুক্রবার কুলবিন্দরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল্লিতে, বইতে পারে ধুলোঝড়ও

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: স্বস্তির বৃষ্টি কবে, সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে দিল্লিবাসীর মনে। অবশেষে সুখবর শোনাল ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি)। আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, শুক্রবার থেকেই দিল্লিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে ধুলোঝড় বইতে পারে দিল্লির উপর দিয়ে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ২৫-৩৫ কিলোমিটার বেগে ধুলোঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আঞ্চলিক হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দিল্লিতে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে।

একই সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। কোথাও কোথাও দমকা হাওয়া বইতে পারে। এ ছাড়াও রয়েছে ধুলোঝড়ের সম্ভাবনা। দিল্লি ছাড়াও পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, রাজস্থানেও ধুলোঝড় বইতে পারে। পাশাপাশি পশ্চিম রাজস্থানে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

হাওয়া অফিস আরও জানিয়েছে, শুক্রবার আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শনিবারও দিল্লির আকাশ মেঘলা থাকবে। আইএমডি জানিয়েছে, নতুন পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে দিল্লির আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে। বৃহস্পতিবার রাতেও দিল্লি-এনসিআরের বেশ কয়েকটি জায়গায় শক্তিশালী ধুলোঝড় বয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে নেমে ৪১.২ ডিগ্রিতে এসে থেমেছিল। তবে তা স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা বেশিই ছিল।

অত্যধিক গরম এবং তাপপ্রবাহের জেরে বেড়েছে হিট স্ট্রোকের সংখ্যা। শুধু দিল্লি নয়, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষ গরমে অতিষ্ঠ। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অনেকেই। ঘটেছে মৃত্যুর সংখ্যাও। তীব্র গরম এবং তাতে অসুস্থ হয়ে পড়ার সংখ্যা আগের তুলনায় এ বার অনেকটাই বেশি বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। রাজস্থান থেকে পশ্চিমবঙ্গ; একাধিক জেলাতেই মাত্রাতিরিক্ত গরম পড়েছে। চলেছে তাপপ্রবাহও।

বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু চার ভারতীয় ডাক্তারি পড়ুয়ায়

মস্কো, ৭ জুন: জলে ডুবে গিয়েছে বন্ধু। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে নদীতে ডুবে মৃত্যু হল চার ডাক্তারি পড়ুয়ার। ভারত থেকে রাশিয়ায় পড়তে গিয়েছিলেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে রয়েছে দুই ভাই বোনও। আপাতত তিনজন পড়ুয়ার দেহ মেলেনি বলে খবর। উদ্ধার করা হয়েছে ডুবে যাওয়া এক পড়ুয়াকে।

জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম হর্ষল অনন্তরাও দেসালে, জিশান আশপাক পিঞ্জারি, জিয়া ফিরোজ পিঞ্জারি এবং মালিক গুলামগোস মহম্মদ ইয়াকুব। এর মধ্যে জিয়া এবং জিশান ভাই-বোন। তাঁরা সকলেই নভগোরোড স্টেট ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া ছিলেন। জানা গিয়েছে, ঘটনার সময়ে ভিডিওকলে কথা বলছিলেন জিশান। বিকেল বেলা নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলছিলেন। আচমকাই পড়ে যান নদীতে। ওই সময়ে জিশানের আশেপাশেই ছিলেন অন্যান্যরা। তাঁকে নদীতে ডুবে যেতে দেখে সকলেই ঝাঁপ দেন নদীতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নদীতে ডুবে মৃত্যু হয় চার ভারতীয় পড়ুয়ার। নিশা ভূপেশ সোনওয়ানে নামে আরও এক পড়ুয়া ঝাঁপ দিয়েছিলেন নদীতে। তবে তাঁকে উদ্ধার করা গিয়েছে। আপাতত চিকিৎসা চলছে তাঁর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর চিকিৎসার দিকে নজর রাখছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, মৃতদের সকলের বয়স ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। সেন্ট পিটার্সবার্গের ভারতীয় কন্সুলেট এবং রাশিয়ার ভারতীয় দূতাবাসের তরফেও এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে দূতাবাস। রাশিয়া থেকে পড়ুয়াদের দেহ দ্রুত ভারতে ফেরানোর ব্যবস্থাও হচ্ছে। চিকিৎসাধীন নিশার দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ভারত থেকে রাশিয়ায় গিয়ে ডাক্তারি পড়ার ঝোঁক অনেক বেড়েছে ভারতীয়দের মধ্যে। কারণ সেদেশে পড়ার খরচ ভারতের বেসরকারি কলেজগুলোর তুলনায় অনেক কম। ভর্তি হতেও খুব কঠিন পরীক্ষা দিতে লাগে না।

BONGAON MUNICIPALITY

Balance work of Bituminous Road restoration in different wards under AMRUT project within Bongaon Municipality. Tender reference – WBMAD/AMRUT/NeT(35)/BAN/2023-24/PWD 2nd call Date:07.06.2024.Tender ID-2024_MAD_690211_1, 2024_MAD_690211_2, 2024_MAD_690211_3,2024_MAD_690211_4,2024_MAD_690211_5, 2024_MAD_690211_6,2024_MAD_690211_7,2024_MAD_690211_8, 2024_MAD_690211_9,2024_MAD_690211_10,2024_MAD_690211_11, 2024_MAD_690211_12, 2024_MAD_690211_13, 2024_MAD_690211_14 1 Bid Submission Start date – 07.06.2024 at 06.55PM 2 Pre-bid meeting date – 15.06.2024 at 02.00 PM 3 End date – 24.06.2024 at 12.00 PM 4 Bid opening date – 26.06.2024 at 12.00 PM All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/ Chairman,
Bongaon Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

N.I.T. NO. – UKM/001/WW/2024-2025, DATED – 08.06.2024.

1. Supplying , Fitting & Fixing Water Tank and 25 mm & 20 mm dia CPVC Pipe Line Work at Jasha Devi & Uttarpara subash shouchalaya in ward no. 04 & 16 under Uttarpara Kotrung Municipality.
2. 150 mm dia D.I. & 200 mm dia C.I. Pipe Line Leakage Repairing at Prafulla Chaki Road near Telephone Exchange Office in Ward no. 03.
3. 150 mm dia D.I. & 200 mm dia C.I. Pipe Line Leakage Repairing at Makhla Trenching Ground & Makhla Morning Star Club off shoot in Ward no. 20, 23
4. 100 mm dia D.I. Pipe line shifting under the drain at Makhla Manikala, Makhla Mistra Bhaban , Makhla Tarun Dal Club in ward no. 22, 23 under Uttarpara Kotrung Municipality
5.CONSTRUCTION OF 8 NUMBER BRICKS COLUMN AND 6 NUMBER 300 MM X 200 MM DIA DEEP TUBEWELLS GUARD WALL AT DIFFERNET PUMP HOUSE UNDER UTTARPARA KOTRUNG MUNICIPALITY

Bid Submission closing Date – 26.06.2024
For More Details – Visit www.uttarparamunicipality.in

Sd/- Chairman,
Uttarpara-kotrung Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **(ক)** ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের ক্যাটারিং ব্যবসার অভিজ্ঞতা, **(খ)** ক্যাটারিং ব্যবসা থেকে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের যে কোনও একটিতে ইন্ডিকেটিভ লাইসেন্স ফি-র ৩ (তিন) গুণ ন্যূনতম বার্ষিক টার্নওভার এবং **(গ)** পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে ন্যূনতম ৩ (তিন) লাখ টাকার লাভ অথবা ক্ষতি + পুঞ্জীভূত সংরক্ষণ + শেয়ার মূলধন আছে এমন সংস্থার থেকে **০৫ বছর সময়সীমার জন্য বর্ধমান স্টেশনে (এ ক্যাটেগরি) ০৬টি জেনারেল মাইনর ইউনিটের (জিএমইউ) মাধ্যমে ক্যাটারিং সার্ভিসের ব্যবস্থার** জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণঃ**

বর্ধমান স্টেশনে (এ ক্যাটেগরি) ক্যাটারিং ইউনিট যার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে

ক্রমিক নং., টেন্ডার নং. এবং অবস্থান নিম্নরূপঃ **(১), জিএমইউ-সিএটি-বিডব্লুএন-পিএফ২-৩-বি-২৭-২৪,** প্ল্যাটফর্ম-২ এবং ৩/বি-২৭-এর নিকটে/হাওড়া এন্ড (নং.২) **(২), জিএমইউ-সিএটি-বিডব্লুএন-পিএফ২-৩-বি৫৪-২৪,** প্ল্যাটফর্ম-২ এবং ৩/বি-৫৪-এর নিকটে/আসানসোল এন্ড (নং.৫) **(৩), জিএমইউ-সিএটি-বিডব্লুএন-পিএফ২-৩-বি৫৬-২৪,** প্ল্যাটফর্ম-২ এবং ৩/বি-৫৬-এর নিকটে/আসানসোলএন্ড (নং.৬) **(৪), জিএমইউ-সিএটি-বিডব্লুএন-পিএফ৪-৫-এইচই-১-২৪,** প্ল্যাটফর্ম-৪ এবং ৫/হাওড়া এন্ড (নং.১) **(৫), জিএমইউ-সিএটি-বিডব্লুএন-পিএফ৪-৫-এই-৩-২৪,** প্ল্যাটফর্ম-৪ এবং ৫/ফুট ওভারব্রিজ ল্যান্ডিংয়ের নিকটে/আসানসোল এন্ড (নং.৩) **(৬), জিএমইউ-সিএটি-বিডব্লুএন-পিএফ৪-৫-এই-৪-২৪,** প্ল্যাটফর্ম-৪ এবং ৫/প্ল্যাটফর্ম নেম বোর্ডের নিকটে/আসানসোল এন্ড (নং.৪)। **সংরক্ষণ ক্যাটেগরিঃ** জিএমইউ (জেনারেল) (ক্রমিক নং ১,২,৩,৪ এবং ৬-এর জন্য) এবং জিএমইউ (লেডিজ) (ক্রমিক নং ৫-এর জন্য)। **প্রতি বছর সংরক্ষণ মূল্য/ন্যূনতম লাইসেন্স ফিঃ** ৫,৫১,১০৪ টাকা (প্রতিটির জন্য)। **চুক্তিবদ্ধ মূল্যঃ** ২৮,৬৫,৭৪১ টাকা (প্রতিটির জন্য)। **ইএমডিঃ** ৫৭,৪০০ টাকা (প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (জিএসটি সহ):** ৩,৩৬০ টাকা (প্রতিটির জন্য)। **বন্ধের তারিখঃ** ০১.০৭.২০২৪ (প্রতিটির জন্য)।

● টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যের ওপর ১২ শতাংশ জিএসটি রাশি ধার্য হবে। ● **টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in** ● **চুক্তির সময়সীমাঃ** ৫ বছর। ● **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। ● কেবলমাত্র অনলাইনে বিড জমা করতে হবে। কোনও ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-100/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মোদির শপথগ্রহণে বিদেশমন্ত্রী-সহ দুই মন্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত থাকবেন মইজ্জু

ম্যালে, ৭ জুন: ক্ষমতায় এসেই দেশ থেকে ভারতীয় সেনা সরানোর ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে ভারতের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায় মালদ্বীপ। তার মাঝে আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করে তাঁর সরকারের তিন মন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য। এবার সেই 'চিনপন্থী' প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে হবু প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে। জানা গিয়েছে, মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী-সহ তিন মন্ত্রীকে নিয়ে রবিবার দিল্লিতে উপস্থিত থাকবেন মুইজ্জু। অতিথি দেশের তালিকায় জুড়েছে সেশেলের নামও।

৪ জুন অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নরেন্দ্র মোদি জয়লাভ করার পর অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের মতো বুধবার তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মুইজ্জু। শুভেচ্ছাবার্তায় আগামিদিনে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। এবার রবিসন্ধ্যায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিদেশি অতিথিদের তালিকায় যুক্ত হয়েছে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের নাম। বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে দ্বীপরাষ্ট্রটি জানানো হয়, 'নরেন্দ্র মোদির শপথে উপস্থিত থাকার জন্য প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি তা গ্রহণ করেছেন। বিদেশমন্ত্রী মুসা জামির ও আরও দুই মন্ত্রীকে নিয়ে ভারতে যাবেন তিনি।' প্রসঙ্গগত, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এটাই মুইজ্জুর প্রথম ভারত সফর।

'প্রতিবেশী প্রথম' এই নীতিতে জোর দিয়ে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মরিশাস, মালদ্বীপকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিশেষ করে যাতে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। কারণ চিনের 'গা জোয়ারি' রুখতে ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কৌশলগত দিক দিয়ে এই দেশগুলো ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিংহে, নেপালের পুষ্পকমল দাহাল, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে ও মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ যুগনাথকে ফোনে আমন্ত্রণ জানান মোদি। বাকি দেশে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। বলে রাখা ভালো, নির্বাচন চলাকালীন মে মাসে ভারত সফরে এসেছিলেন মুসা জামির। বৈঠক করেছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে। সম্পর্কে টানাপড়েনের মাঝেও মালদ্বীপে জরুরি পণ্যের জোগান বজায় রেখেছে ভারত। নয়াদিল্লির এহেন মানবিক পদক্ষেপে রীতিমতো আপ্লুত জামির। অন্যদিকে, ভারতের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর ফল হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে মালদ্বীপ। দ্বীপরাষ্ট্রে ভারতীয় পর্যটকের সংখ্যা রেকর্ড হারে কমে গিয়েছে। দিল্লির কাছে ঋণের পরিমাণও বিপুল। এর ফলে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে দ্বীপরাষ্ট্রের অন্দরে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এক অনুষ্ঠানে ভারতকে তাদের 'ঘনিষ্ঠতম' সঙ্গী বলে উল্লেখ করেছিলেন মুইজ্জু। বিশ্লেষকদের মতে, তৃতীয়বার মোদি সরকারের ক্ষমতায় আসায় দুদেশের সম্পর্ক ঠিক করে নিতে চাইছেন মুইজ্জু। যাতে আগামিদিনে জনগণের ক্ষোভে গদি হারাতে না হয় তাঁকে।

যান্ত্রিক ত্রুটি মহাকাশযানে, নভশ্চররা নিজেরাই করলেন মেরামতি!

ওয়াশিংটন, ৭ জুন: মহাকাশে পাড়ি দিতে গিয়ে বিপত্তির মুখে পড়লেন সুনীতা উইলিয়ামস। জানা গিয়েছে, উৎক্ষেপণের পরেই একাধিক যান্ত্রিক ত্রুটি পড়ে তাঁদের মহাকাশযানে। না ঘুমিয়ে নিজেরাই সেই ত্রুটি মেরামত করেছেন নভশ্চররা। তবে যাবতীয় সমস্যা পেরিয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টারে পৌঁছে গিয়েছে তাঁদের মহাকাশযান।

তৃতীয় বারের জন্য মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নভশ্চর সুনীতা। কিন্তু এই অভিযানের শুরু থেকেই একের পর এক সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাঁকে। গত মে মাসেই মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল সুনীতার । কিন্তু শেষ মূহূর্তে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে মহাকাশযানে। ফলে নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা আগেই অভিযান স্থগিত করা হয়। তবে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে গত ৫ জুন আবারও মহাকাশে পাড়ি দেন সুনীতা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আর এক নভশ্চারী বুচ উইলমোর।

অ্যাটলাস ভি রকেটে বোয়িংয়ের স্টারলাইনার মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণের আগেই দেখা যায়, হিলিয়াম গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তা ঠিক করে দেওয়া হয়। কিন্তু দুই নভশ্চারীকে নিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছতেই আবার শুরু হয় হিলিয়াম লিক। কোনও মতে সুনীতারা নিজে থেকে হিলিয়াম ভালব বন্ধ করেন। পরেও আবার একই সমস্যা দেখা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত সফলভাবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টারে পৌঁছেছে মহাকাশযান।সেখানে গিয়েও আরও সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় সুনীতাদের। জানা গিয়েছে, বেশ খানিকক্ষণের জন্য নভশ্চররা নিজেরাই মহাকাশযান চালাতে বাধ্য হন। তবে সঠিক সময়ে ঠিকভাবে স্টেশনে গিয়ে মহাকাশযানটি 'ডক' করেন তাঁরা। উল্লেখ্য, নাসার এই সফরের লক্ষ্যই মহাকাশ স্টেশনের দিকে বা সেখান থেকে মহাকাশচারীদের নিরাপদ পরিবহণের পথ প্রশস্ত করা। কিন্তু সেই অভিযানে গিয়ে কেন সমস্যায় পড়লেন নভশ্চররা, উঠছে প্রশ্ন।

দুই অধিনায়কের ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে স্কটল্যান্ডও

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাটকীয়তায় ভরা ম্যাচে পাকিস্তানকে সুপার ওভারে হারিয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র। এবার ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠল স্কটল্যান্ড। গত রাতে নামিবিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে স্কটিশরা। আগের ম্যাচে ইংল্যান্ডের সঙ্গে বৃষ্টিতে পণ্ড হওয়া ম্যাচ আর নামিবিয়ার বিপক্ষে জয় মিলিয়ে স্কটল্যান্ডের পয়েন্ট এখন ৩। অস্ট্রেলিয়া এক ম্যাচে এক জয় তুলে ২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে। ২ পয়েন্ট ২ ম্যাচ খেলা নামিবিয়ারও।

ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভালের ম্যাচটিতে প্রথমে ব্যাট করে নামিবিয়া তোলে ৯ উইকেটে ১৫৫ রান। রান তাড়ায় স্কটল্যান্ড লক্ষ্যে পৌঁছায় ১৮.৩ ওভারে।

মাঝপথে জয়ের সম্ভাবনা ছিল নামিবিয়ারও। ১১ ওভার শেষে স্কটল্যান্ডের রান ছিল ৪ উইকেটে ৭৩। সেখান থেকে মাইকেল লিস্ককে নিয়ে জুটি গড়েন অধিনায়ক রিচি বেরিংটন। দুজনের পঞ্চম উইকেট জুটিতে ৪১ বলে যোগ হয় ৭৪ রান। এর মধ্যে ৪টি ছক্কায় ১৭ বলে ৩৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন লিস্ক। আঠারোতম ওভারের শেষ দিকে লিস্ক ফিরলেও বাকি রান তুলতে কষ্ট হয়নি বেরিংটন-ক্রিস গিভসের। অধিনায়ক বেরিংটন অপরাজিত থাকেন ৩৫ বলে ৪৭ রানে, যে ইনিংসে ছিল ২টি করে চার ও ছয়।

এর আগে নামিবিয়ার সর্বোচ্চ রানের ইনিংসও আসে অধিনায়কের ব্যাট থেকে। ৩৭ রানে তৃতীয় আর ৫৫ রানে চতুর্থ উইকেট হারানো নামিবিয়া দেড় শ পার করে অধিনায়ক গেরহার্ড এরাসমাসের ৩১ বলে ৫২ রানের ইনিংসে ভর করে। পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়া ইনিংসটিতে ৫টি চার ও ২টি ছয় মারেন তিনি।

দলের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭ বলে ২৮ রান জেইন গ্রিনের। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৩ রানে ৩ উইকেট নেন ব্র্যাড হুইল। ম্যাচসেরার স্বীকৃতি ওঠে অবশ্য লিস্কের হাতে। ব্যাট হাতে ৩৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলার আগে যিনি অফ স্পিন বোলিংয়ে ১৬ রানে নেন ১ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নামিবিয়া ২০ ওভারে ১৫৫/৯ (কোটজে ০, ডাভিন ২০, ফ্রাইলিঙ্ক ১২, এরাসমাস ৫২, ক্রুগার ২, গ্রিন ২৮, ভিসা ১৪, ট্রাম্পেলমান ১, স্মিট ১১, শোলৎজ ৬* ; হুইল ৪-০-৩৩-৩, কুরি ৪-০-১৬-২, সোল ৩-০-২৩-১, ওয়াট ৪-০-৩৯-০, গ্রিভস ৩-০-২৪-১, লিস্ক ২-০-১৬-১)।

স্কটল্যান্ড ১৮.৩ ওভারে ১৫৭/৫ (মানসি ৭, জোনস ২৬, ম্যাকমুলেন ১৯, বেরিংটন ৪৭*, ক্রস ৩, লিস্ক ৩৫, গ্রিভস ৪* ; ট্রাম্পেলমান ৪-০-৩৬-১, ভিসা ৩.৩-০-৩০-০, লুঙ্গামেনি ৩-০-৩৯-১, শোলৎজ ৪-০-২০-১, এরাসমাস ৪-০-২৯-২)।

ফল স্কটল্যান্ড ৫ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ মাইকেল লিস্ক।

অবসর নিলেও ভারতীয় দলের হোয়াট্‌সঅ্যাপ গ্রুপে রয়েছেন সুনীল, আপ্লুত মমতার শুভেচ্ছায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কুয়েত ম্যাচের পর হোটেলে ফিরে তিনি তখন ক্লান্ত। জিততে না পারার ব্যথা তো রয়েছেই। অবসর নিয়েও কিছুটা আবেগপ্রবণ। তবু নৈশভোজের পর নিজের ঘরে যাওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বললেন সুনীল ছেত্রী। ম্যাচের পর মিক্সড জোনে তাঁর মুখ থেকে প্রত্যেকেই কিছু শোনার আশায় থাকলেও তিনি ফাঁকি দিয়ে পরিবারের সঙ্গে তিন নম্বর গেট দিয়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু হোটেলে ফিরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন সুনীল।

অধিনায়ক থেকে সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া সুনীল বলেছেন, অবসর ব্যাপারটার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছি। পরশু দিন দল কাতারের উদ্দেশে রওনা হবে। শুক্রবার রিকভারি সেশন রয়েছে। এখনও দলের হোয়াট্ সঅ্যাপ গ্রুপে রয়েছি। সেখানেই একটা মেসেজে জানতে পারলাম শুক্রবারের রিকভারি সেশনের কথা। যদি কোচ অনুমতি দেন তা হলে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করব।

সুনীলের সংযোজন, আট তারিখ দল কাতারে যাবে। সেই যাত্রাটা খুব মিস্ক করব। নিজের যা ছিল সবটা দিয়ে দিয়েছি। খুব ভাল লাগত যদি কুয়েত ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পেতাম। তবে এক পয়েন্ট পেয়েও এখনও লড়াইয়ে রয়েছি। আশা করি কাতারে ছেলেরা ভাল খেলবে।

ম্যাচের পরেই তাঁকে কাঁদতে দেখেছিলেন সমর্থকেরা। সাধারণত আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখেন। কিন্তু সুনীল বললেন, কাঁদতে চাইছিলাম না। তবুও কান্না পেয়ে গেল। ম্যাচের সময় কিছু মনে হয়নি। কিন্তু ম্যাচের পর আচমকাই কান্না চলে আসে। জীবনে হয়তো আরও অনেক কিছু পাব বা পাব না। কিন্তু জাতীয় দলের হয়ে আর খেলতে নামব না, এটা ভেবে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীলকে বাংলার ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সে কথা জানান ম্যাচের পরে। সে প্রসঙ্গে সুনীল বললেন, উনি খুব ভাল। গোটা কেরিয়ারের জন্য আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়। এখনও সে ব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু বলার সময় আসেনি।

পাকিস্তানের ‘প্যাথেটিক পারফরম্যান্স’ বিশ্বকাপে করেছে ‘প্রাণের সঞ্চার’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস, শোয়েব আখতার, মোহাম্মদ হাফিজ...কে নেই হাহাকার করাদের দলে! যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তানের সুপার ওভারে হারের পর দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররা হতাশায় নিমজ্জিত। কেউ করছেন হারের বিশ্লেষণ, কেউ আবার ছুড়ছেন সমালোচনার তির।

অন্যদিকে বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে চলছে প্রশংসার বৃষ্টি। সাবেক ক্রিকেটারদের কেউ বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেট ইতিহাস গড়েছে। কারও চোখে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটের জন্য এটা অসাধারণ একটি দিন। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফের দৃষ্টিতে গতকালের এ অঘটন বিশ্বকাপে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে।

ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামে গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তানের হারটি ধারাভাষ্যকক্ষে বসে দেখেছেন ওয়াসিম আকরাম। এ ম্যাচে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স দেখে যারপরনাই হতাশ সাবেক এই ফাস্ট বোলার।

ম্যাচ শেষে আকরাম বলেছেন, ‘প্যাথেটিক পারফরম্যান্স। জয় বা হার খেলারই অংশ। কিন্তু আপনাকে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করতে হবে। পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্যই এটা ছিল বাজে ব্যাপার।’ বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট পাকিস্তান এই বিশ্বকাপে কী করতে পারবে, সেটা নিয়েই এখন সন্দিহান আকরাম, ‘এখান থেকে পাকিস্তান সুপার এইটে যাওয়ার জন্য লড়াই করবে। তাদের এখন ভারতসহ আরও দুটি ভালো দলের (আয়ারল্যান্ড ও কানাডা) বিপক্ষে খেলতে হবে।’

আকরামের কণ্ঠে যখন পাকিস্তানের হারে হতাশা ঝরছে, ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রকে। সুপার ওভারে ১৮ রান ডিফেন্ড করতে নেমে পাকিস্তানকে ১৩ রানে আটকে দেওয়া সৌরভ নেত্রবালকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ভারতের সাবেক ওপেনার বীরেন্দর শেবাগ, ‘ওয়াও, নেত্রবালকার ও কুমার পাকিস্তানের বিপক্ষে আমেরিকার হয়ে দারুণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের জন্য কী দারুণ এক দিন। সত্যিই অসাধারণ।’

ভারতের আরেক সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান এক্সে লিখেছেন, ‘পাকিস্তানকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট।’ কাইফ তো এবারের বিশ্বকাপের বৃহত্তর দিকটিই তুলে ধরেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘এটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে।’

পাকিস্তান তাদের পরবর্তী ম্যাচ খেলবে ৯ জুন ভারতের বিপক্ষে নিউইয়র্কে।

পরের মরসুমে দুই পর্বে রঞ্জি ট্রফি, মাঝে সাদা বলের ক্রিকেট, সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরের মরসুমে দুই পর্বে হবে রঞ্জি ট্রফি। প্রথম লিগের ম্যাচগুলি খেলা হবে। তার পরে সাদা বলের দু’টি প্রতিযোগিতার পরে লিগের বাকি ম্যাচ এবং নকআউট পর্বের খেলা হবে। বোর্ড ঘরোয়া ক্রিকেটের যে সূচি প্রকাশ করেছে তাতে এমনটাই দেখা যাচ্ছে।

গত বার অনেক ক্রিকেটারই টানা এবং অল্প ক’দিনের ব্যবধানে ম্যাচ খেলাকে দুষেছিলেন। সে কথা মাথায় রেখেই এ বার সূচি তৈরি করা হয়েছে ক্রিকেটারদের মতামতের উপর ভিত্তি করে। ভারতীয় ক্রিকেটের ঘরোয়া মরসুম শুরু হচ্ছে ৫ সেপ্টেম্বর দলীপ ট্রফি দিয়ে।

নির্বাচক কমিটি চারটি দল তৈরি করবে যারা একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে হবে প্রতিযোগিতা। দলীর ট্রফির পর ইরানি কাপ রয়েছে। তার পরে শুরু হবে রঞ্জি ট্রফি। প্রথম পর্বে লিগের পাঁচটি ম্যাচ খেলা হবে।

এর পর শুরু হবে সাদা বলের ক্রিকেট। প্রথমে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি এবং পরে ৫০ ওভারে বিজয় হজারে ট্রফির আয়োজন করা হবে। এর পর ফের রঞ্জি ট্রফি শুরু হবে। লিগ পর্বের বাকি দু’টি ম্যাচ হবে। তার পরে নকআউট পর্বের খেলা শুরু হবে।

বোর্ড জানিয়েছে, ক্রিকেটারদের সুস্থ রাখাই তাদের অগ্রাধিকার। বোর্ড সচিব জয় শাহ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ক্রিকেটারদের সুস্থ রাখতেই ম্যাচের মাঝে ব্যবধান বাড়ানো হয়েছে। ফলে রিকভারি এবং নিজের সেরা ফর্মে থাকার অবকাশ পাওয়া যাবে। বোর্ড জানিয়েছে, মহিলাদের চ্যালেঞ্জার প্রতিযোগিতা, টি-টোয়েন্টি এবং লম্বা ফরম্যাটের প্রতিযোগিতাও আয়োজন করা হবে। পূর্ব ঘোষণামতো সিকে নইডু প্রতিযোগিতায় টস উঠে যাচ্ছে।

আমির কেন সুপার ওভারে, ফখর কেন নন স্ট্রাইকে, প্রশ্ন হাফিজের

নিজস্ব প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে কাল পাকিস্তান একটি নয়, দুটি ম্যাচ হেরেছে বলে মনে করছেন মোহাম্মদ হাফিজ। পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়কের মতে, পাকিস্তান সুপার ওভারে তো হেরেছেই, তার আগে টাই হওয়া ২০ ওভারের ম্যাচেও হেরেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হারের পেছনে সুপারের ওভারের দুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন আছে হাফিজের। সুপার ওভারে মোহাম্মদ আমিরকে কেন বোলিং দেওয়া হয়েছে, আর ইফতিখার আহমেদের বদলে ফখর জামান কেন স্ট্রাইকে যাননি?

ডালাসে মূল ম্যাচের শেষ বলে চার মেরে পাকিস্তানের ১৫৯ রান স্পর্শ করে যুক্তরাষ্ট্র। পরে খেলা সুপার ওভারে গড়ালে আমির ৬ বলে দেন ১৮ রান। এর মধ্যে বাউন্ডারি মাত্র একটি হলেও অতিরিক্ত থেকে মোট ৭ রান দেয় পাকিস্তান। রান তাড়ায় পাকিস্তান তুলতে পারে ১৩ রান। ইফতিখারের সঙ্গে ব্যাটিংয়ে নামলেও ফখর পুরো ওভার নন,স্ট্রাইক প্রান্তেই ছিলেন।

পিটিভির ‘গেম অন হ্যায়’ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আমিরের বোলিং ও ফখরের নন,স্ট্রাইকে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন হাফিজ, ‘আমরা এক দিনে দুটি ম্যাচ হেরেছি। একটি ২০ ওভারে, আরেকটি সুপার ওভারে। বুঝলাম, এটা নার্ভাসনেস থেকে হয়েছে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং;সবকিছুতেই নার্ভাসনেস। (যার ফলে) সঠিক সিদ্ধান্তটি নেওয়া গেল না।’ অনুষ্ঠানে হাফিজের সঙ্গে ছিলেন সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার ও সাবেক অধিনায়ক ইউনিস খান। শোয়েবের দিকে তাকিয়ে হাফিজ জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনার হাতে চারজন পেসার আছ। শেষ ওভার বা সুপার ওভারে আপনি কার হাতে বল তুলে দেবেন?’

শোয়েব জবাবে শাহিন শাহ আফ্রিদির নাম বলেন। দ্বিতীয় বোলার কাকে রাখবেন জিজ্ঞেস করলে উত্তর আসে হারিস রউফ। হাফিজ তখন ইউনিসকেও একই প্রশ্ন করলে তিনিও একই উত্তর দেন। এরপর হাফিজ নিজের মত প্রকাশ করে বলতে থাকেন, ‘এই মুহূর্তে আমার প্রথম পছন্দ নাসিম শাহ। দ্বিতীয় পছন্দ শাহিন শাহ। আমির চার বছর ধরে পাকিস্তান দলের বাইরে ছিল। আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি, টি,টোয়েন্টি লিগের সঙ্গে আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিকে মেলাতে যাবেন না। কিন্তু দলের প্রধান বোলারের ওপর আস্থা না রেখে আপনি নির্ভর করলেন চার বছর পর দলে আসা একজনের ওপর। এই হিসাবটা আমার বুঝে আসেনি।’

সুপার ওভারে রান তাড়ায় ফখর মাঠে নামলেও কেন তাঁকে নন, স্ট্রাইকে রেখে ইফতিখারকে স্ট্রাইক দেওয়া হয়েছে, সেটাও মানতে পারছেন না হাফিজ। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এ রকম, ‘এবার ব্যাটিংয়ের কথায় আসি। এর আগপর্যন্ত যা হবার, তা তো হয়েছেই। আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ফখর জামান কি প্রথম বল খেলার মতো ব্যাটসম্যান, না কি নন,স্ট্রাইকে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাটসম্যান? আপনি দেখছেন বাঁহাতি পেসার বোলিংয়ে, যে ওয়াইড ইয়র্কার করে বল বের করে নিতে চাইবে। এ সময়ে ডানহাতি ব্যাটসম্যান করবেটা কী? এটা তো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত।’

বিশ্বকাপে সুযোগ-সুবিধার অভাব নিয়ে শ্রীলঙ্কার সংসদে তোলপাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: অব্যবস্থাপনা নিয়ে নিজেদের ক্ষোভের কথা আগেই জানিয়েছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল। তারা এ নিয়ে আইসিসির কাছে লিখিত অভিযোগও করেছে। এবার বিষয়টি নিয়ে শ্রীলঙ্কার সংসদেও হয়েছে আলোচনা।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৬ উইকেটে হেরে যাওয়ার পর শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও স্পিনার মহীশ তিকশানা সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছিলেন, অন্যায্য সূচি ও লজিস্টিক্যাল অব্যবস্থাপনার শিকার হয়েছেন তাঁরা। দলটির ম্যানেজার মাহিন্দ হালানগোদা বলেছেন, আইসিসির কাছে এ নিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছে শ্রীলঙ্কা দল।

বিষয়টি নিয়ে শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী হারিন ফার্নান্ডো শ্রীলঙ্কার সংসদে বলেছেন, ‘শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট আইসিসির কাছে অভিযোগ করেছে। একেক দেশের সুযোগ-সুবিধা একেক রকম। টুর্নামেন্টের আয়োজকদের কাছ থেকে আমরা এর ব্যাখ্যা চেয়েছি।’ শ্রীলঙ্কার বিরোধীদলীয় নেতা সাজিত প্রেমাদাসা সংসদে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘আমাদের অবস্থান এই অন্যায়ের বিপক্ষে, এটা হতে দেওয়া উচিত নয়।’ শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী ক্রিকেট দলের দেখভালের জন্য একজন কর্মকর্তাকে এরই মধ্যে নাকি যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছেন।

শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক ও শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দলের সদস্য অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস শ্রীলঙ্কার একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘অনুশীলন সুবিধা তেমন ভালো নয়। উইকেট ভালো নয়। গত ৪-৫ দিন অনেক চ্যালেঞ্জিং কেটেছে। ফ্লাইট দেরি হওয়ায় অনুশীলন বাতিল করতে হয়েছে। আমরা এটাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছি না। আমরা একটা দল, যারা এমন বাধা জয় করেও জিতেছে। আমরা এসব পেছনে ফেলে পরের ম্যাচে ভালো করতে চাই।’ শ্রীলঙ্কা দলের অভিযোগ মূলত ভেন্যু থেকে তাদের টিম হোটেলের দূরত্ব নিয়ে। শ্রীলঙ্কাকে নিউইয়র্কে উঠতে হয়েছিল মাঠ থেকে দেড় ঘণ্টার দূরত্বের এক হোটেলে। তাদের প্রথম ম্যাচটি সকালে হওয়ায় ব্রুকলিনের সেই হোটেল থেকে মাঠে যেতে ও মাঠ থেকে ফিরতে ভালোই ঝামেলা পোহাতে হয়েছে বলে দাবি করেছিল শ্রীলঙ্কা দল। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে ২০ দলের মধ্যে মাত্র দুটি দল চারটি ম্যাচ খেলবে চার ভেন্যুতে। সেই দুই দলের একটি শ্রীলঙ্কা, অন্যটি নেদারল্যান্ডস। এ দুই দলই আছে গ্রুপ ‘ডি’তে, যে গ্রুপে অন্য তিনটি দল বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নেপাল।

যুক্তরাষ্ট্রের ‘ভালো খেলার অজুহাত’ না দিয়ে নিজেদের ‘খারাপ খেলা’কে দুষলেন বাবর

নিজস্ব প্রতিনিধি: হার তো হারই। কিন্তু সেটা যদি হয় যুক্তরাষ্ট্রের কাছে, তবে বিস্ময়ও জাগতে পারে। ভালো না লাগাটাও স্বাভাবিক। পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমেরও ভালো লাগছে না। বাবর সোজাসাপটাই বলেছেন, দল ভালো খেলেনি।

ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে কী ঘটেছে, তা সবার জানা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক ও আইসিসির সহযোগী দেশ, এবারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাওয়া এবং টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে ১৮তম যুক্তরাষ্ট্র হারিয়ে দিয়েছে সাবেক চ্যাম্পিয়ন ও গতবারের রানার্সআপ পাকিস্তানকে। অঘটন তো বটেই, বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে বিস্ময়কর ফলগুলোর একটি। আর এমন অঘটনের শিকার হওয়া অধিনায়ক কেমন বোধ করবেন, সেটাও সবারই জানা।

সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান অধিনায়কের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এই ‘শকিং’ফল এরপর কেমন অনুভব করছেন? বাবরের উত্তর, ‘সত্যি বলতে, ভালো লাগছে না।’ বাবর ভালো না লাগার ব্যাখ্যা দিয়েছেন পরের কথাগুলোয়, ‘ম্যাচ হারলে তো হতাশ লাগেই। আমরা দুই (তিন) বিভাগেই ভালো করতে পারিনি। ফিল্ডিং, বোলিং ও ব্যাটিং। প্রথম ৬ ওভারটা আমরা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারিনি। পরে ১০ ওভার পর আমরা মোমেন্টাম পেয়েছি। তারপর দ্রুত কিছু উইকেট হারানোয় মোমেন্টাম হারিয়েছি। আমার মনে হয়, ব্যাটিং বিভাগ হিসেবে মাঝের ওভারগুলোয় এবং শেষে আমাদের ভালো করা প্রয়োজন।’

বাবরের কাছে সরাসরি জানতে চাওয়া হয়েছিল, এই হারকে তিনি অঘটন বলে মনে করেন কি না? কিংবা যুক্তরাষ্ট্র অসাধারণ ক্রিকেট খেলে জয়ের পথে তিন বিভাগেই পাকিস্তানের চেয়ে ভালো ক্রিকেট খেলেছে কি না? বাবর উত্তরে শুধু নিজের অনুভূতিটাই বলেছেন, ‘হ্যাঁ, আমি হতাশ। তিন বিভাগেই আমরা ভালো খেলতে পারছি না।’

যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে পাকিস্তান দল অতি-আত্মবিশ্বাসী ছিল কি না, সে প্রশ্নও উঠেছিল সংবাদ সম্মেলনে। বাবর এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভেঙে ভেঙে, ‘প্রথমে আমি ব্যাটিং নিয়ে বলব। প্রথম ৬ ওভারে বল একটু থেমে আসছিল ও সুইং করছিল। তবে আমরা জুটি গড়ার সঙ্গে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে...যখন আমরা টানা দুটি উইকেট হারিয়েছি, তখনই (ম্যাচের) মোড় ঘুরেছে।’

বাবর এরপর যোগ করেন, ‘শুরুটা কঠিন হলেও আমরা পুষিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু পেশাদার হিসেবে এমন পারফরম্যান্স কিংবা এমন দলের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে, বিশেষ করে মাঝের ওভারগুলোয় ভালো করতেই হয়। এটা কোনো অজুহাত নয় যে তারা (যুক্তরাষ্ট্র) ভালো খেলেছে। আমরা খারাপ খেলেছি।’

আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৫৯ রান তুলেছিল পাকিস্তান। সেটি তাড়া করতে নেমে ঠিক ১৫৯ রান তোলে যুক্তরাষ্ট্রও, ম্যাচ গড়ায় সুপারওভারে। তবে নির্ধারিত ওভারের মধ্যেই জয়ের সুযোগ ছিল বাবরের দলেরও। জয়ের জন্য শেষ ২ ওভারে ২১ রান প্রয়োজন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। পাকিস্তানের বোলিং লাইনআপ বিশ্বের অন্যতম সেরা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাটসম্যানদের এই রানের মধ্যেই আটকে ফেলার সামর্থ্য মোহাম্মদ আমির-হারিস রউফদের থাকলেও গতকাল সেটি হয়নি। আমিরের করা ১৯তম ওভারে ৬ রানের পর ২০তম ওভারে রউফের কাছ থেকে আসে ১৪ রান। এই দুই ওভারে ঠিক কী পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তান দলের? সংবাদ সম্মেলনে জানতে চাওয়া হয়েছিল বাবরের কাছে।

পাকিস্তান অধিনায়কের উত্তর, ‘খুব সোজা পরিকল্পনা। আমরা ইয়র্কার মারার চেষ্টা করেছি। এই পরিকল্পনা আমরা পাল্টাইনি কারণ, বল রিভার্স সুইং করছিল এবং আমাদের বোলাররা ইয়র্কারে নিখুঁত ছিল। তাই পরিকল্পনা না পাল্টে অন্য কিছু না করে আমরা ইয়র্কারই মারার চেষ্টা করেছি।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404**, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**